[২০২১] ৮ এস. সি. আর. ৯৭৮

বাঁকা স্নেহা শীলা বনাম

বনাম

তেলেঙ্গানা রাজ্য এবং অন্যান্যরা

(২০২১ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৭৩৩)

২রা আগস্ট, ২০২১

[আর. এফ. নরিম্যান এবং হৃষিকেশ রয়, বিচারপতিদ্বয়]

প্রতিরোধমূলক আটকঃ তেলেঙ্গানা মদ চোরাকারবারি, ডাকাত, মাদক অপরাধী, গুণ্ডা, অনৈতিক পাচার অপরাধী, ভূমি দখলকারী, নকল বীজ অপরাধী, কীটনাশক অপরাধী, সার অপরাধী, খাদ্য ভেজালকারী, জাল নথি অপরাধী, নির্ধারিত পণ্য অপরাধী, বন অপরাধী, জুয়া অপরাধী, যৌন অপরাধী, বিস্ফোরক দ্রব্য অপরাধী, অস্ত্র অপরাধী, সাইবার অপরাধী এবং সাদা কলার বা আর্থিক অপরাধীদের বিপজ্জনক কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন, ১৯৮৬--এর ধারা ৩ (২)--এর অধীনে প্রতিরোধমূলক আটক--তথ্যের ভিত্তিতে, শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের মাধ্যমে ভালো মুনাফা দেওয়ার আড়ালে আটককৃত ৫০.০০ লক্ষ টাকারও বেশি প্রতারণার অভিযোগে অভিযুক্ত--আটককৃতদের বিরুদ্ধে আইপিসির ৪২০, ৪০৬ এবং ৫০৬ ধারায় পাঁচটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে--শেষ এফআইআর দায়েরের নয় মাস পরে আটকের আদেশ জারি করা হয়েছে--প্রতিরোধমূলক আটকের আদেশকে বিরোধিতা করে রিট আবেদন-- হাইকোর্ট কর্তৃক খারিজ--আপীলে, স্থির হয়েছেঃ প্রতারণা বা বিশ্বাসভঙ্গের মতো আইন লঙ্ঘন অবশ্যই 'আইনশৃঙ্খলা'কে প্রভাবিত করে, কিন্তু 'জনশৃঙ্খলা'কে প্রভাবিত করতে হলে, এটি অবশ্যই সম্প্রদায় বা বৃহত্তর জনসাধারণের উপর প্রভাব ফেলবে--এফআইআর-এর অভিযোগগুলি 'আইন-শৃঙ্খলা'-এর ক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কিত যেখানে আইপিসির অধীনে দণ্ডনীয় আটক ব্যক্তির সাথে প্রতারণার বিভিন্ন কাজ জড়িত--আইনশৃঙ্খলা লঙ্ঘনের সম্ভাব্য আশঙ্কা তৈরি হয়েছে বলা যেতে পারে--এটি জামিনের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করার এবং/অথবা জামিন বাতিল করার জন্য একটি ভিত্তি হতে পারে, কিন্তু প্রতিরোধমূলক আটক আইনের আশ্রয় নেওয়ার জন্য নয়--সুতরাং, আটকের আদেশ বাতিল করা হল এবং বিতর্কিত রায় বাতিল করা হল।

ধারা ২ (ক) ব্যাখ্যা--জনশৃঙ্খলা--ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

আপিলের অনুমতি দিয়ে, আদালত স্থির করেছে: ১.১) তাত্ক্ষণিক মামলার তথ্যে, এটি স্পষ্ট যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে, আইনশৃঙ্খলা লঙ্ঘনের সম্ভাব্য আশঙ্কা তৈরি হতে পারে যদি ধরা পড়ে যে আটক ব্যক্তি যদি মুক্তি পায়, তাহলেও তারা সরল ব্যক্তিদের সাথে প্রতারণা চালিয়ে যাবে।

মঞ্জুর করা জামিনের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করার এবং/অথবা জামিন বাতিল করার জন্য এটি একটি ভাল ভিত্তি হতে পারে তবে অবশ্যই প্রতিরোধমূলক আটক আইনের অধীনে যাওয়ার জন্য স্প্রিংবোর্ড সরবরাহ করতে পারে না। অতএব, আটকের আদেশটি এই ভিত্তিতে বাতিল করা হয়। বিতর্কিত রায়টি বাতিল করা হয় এবং বন্দীকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়।

১.২) যদিও তেলেঙ্গানা বিপজ্জনক কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইনের ২ (x) ধারার অধীনে সংজ্ঞায়িত হিসাবে আটককৃত ব্যক্তি "হোয়াইট কলার অপরাধী" হতে পারে তা নিয়ে গুরুতরভাবে বিতর্ক করা যায় না, তবুও একটি প্রতিরোধমূলক আটক আদেশ কেবল তখনই পাস করা যেতে পারে যদি তার ক্রিয়াকলাপগুলি জনশৃঙ্খলা রক্ষায় বিরূপ প্রভাব ফেলে বা বিরূপ প্রভাব ফেলার সম্ভাবনা থাকে। তেলেঙ্গানা বিপজ্জনক ক্রিয়াকলাপ প্রতিরোধ আইনের ২ (ক) ধারার ব্যাখ্যায় জনশৃঙ্খলাকে সাধারণ জনগণের মধ্যে বা এর কোনও বিভাগের মধ্যে ক্ষতি, বিপদ বা সতর্কতা বা নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি বা জীবন বা জনস্বাস্থ্যের জন্য গুরুতর ব্যাপক বিপদ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। যেমনটি সর্বজনবিদিত, 'আইন-শৃঙ্খলা', 'জনশৃঙ্খলা' এবং 'রাষ্ট্রের নিরাপত্তা' অভিব্যক্তিগুলি একে অপরের থেকে আলাদা।

১.৩) এতে কোনও সন্দেহ নেই যে 'জনশৃঙ্খলা' বিঘ্নিত হওয়ার জন্য অবশ্যই জনসাধারণের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে হবে। প্রতারণা বা অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গের মতো আইনের লঙ্ঘন অবশ্যই 'আইন ও শৃঙ্খলাকে' প্রভাবিত করে তবে এটি 'জনশৃঙ্খলা' কে প্রভাবিত করে বলে বলার আগে এটি অবশ্যই সম্প্রদায় বা জনসাধারণকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করতে হবে। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে পাঁচটি এফআইআরে যা অভিযোগ করা হয়েছে তা 'আইন ও শৃঙ্খলা'-র ক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কিত কারণ প্রতারণার বিভিন্ন কাজ ডিটেনুকে দায়ী করা হয়েছে যা পাঁচটি এফআইআরে বর্ণিত ভারতীয় দণ্ডবিধির তিনটি ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য।আটক আদেশটি নিবিড়ভাবে পড়ার ফলে এটা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এই আদেশের কারণ জনসাধারণের ব্যাপক ক্ষতি, বিপদ বা আতঙ্কের আশঙ্কা নয়, বরং কেবলমাত্র পাঁচটি এফআইআরের প্রত্যেকটিতে আদালত থেকে আগাম জামিন/জামিন পেতে সফল হওয়ার কারণে। যদি কোনও ব্যক্তিকে আগাম জামিন/জামিন ভুলভাবে দেওয়া হয়, তবে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য সাধারণ আইনে সুপরিচিত প্রতিকার রয়েছে। রাজ্য সর্বদা মঞ্জুর করা জামিনের আদেশের বিরুদ্ধে আবেদন করতে পারে এবং/অথবা জামিন বাতিলের জন্য আবেদন করতে পারে। আগাম জামিন/জামিনের আদেশ প্রাপ্তির ক্ষেত্রেই কেবল সফলভাবে আটককৃত ব্যক্তিকে আটকের আসল ভিত্তি তৈরি করা হয়েছে,

তেলেঙ্গানা বিপজ্জনক কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইনের ধারা ২(ক) তে সাধারণ জনগণের মধ্যে যে ক্ষতি, বিপদ, শঙ্কা বা নিরাপত্তার অনুভূতির কথা বলা হয়েছে, তা বিশ্বাসযোগ্য নয় এবং তাৎক্ষণিক মামলার তথ্যে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, এতে কোন সন্দেহ নেই।

১.৪) যখন কোনও ব্যক্তিকে প্রতিরোধমূলকভাবে আটক করা হয়, তখন অনুচ্ছেদ ২১ এবং ২২-কে আকর্ষণ করা হয়, অনুচ্ছেদ ১৯-কে নয়। উপরন্তু, প্রতিরোধমূলক আটক অবশ্যই অনুচ্ছেদ ২২-এর সাথে পঠিত অনুচ্ছেদ ২১-এর চার কোণের মধ্যে পড়তে হবে এবং প্রশ্নযুক্ত সংবিধি। অতএব এই যুক্তি দেওয়ার জন্য যে প্রতিরোধমূলক আটক আইনের প্রেক্ষাপটে 'জনশৃঙ্খলা' অভিব্যক্তিটির একটি উদার অর্থ অবশ্যই দেওয়া উচিত যা সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক এবং ভুল। বিপরীতভাবে, প্রতিরোধমূলক আটক কেবল জনসাধারণের বিশৃঙ্খলা রোধ করার জন্য একটি প্রয়োজনীয় মন্দ বিষয় বলে বিবেচনা করে, আদালতকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তার সামনে আনা তথ্যগুলি সরাসরি এবং অনিবার্যভাবে সাধারণ জনগণের মধ্যে বা এর যে কোনও বিভাগের মধ্যে একটি ক্ষতি, বিপদ বা উদ্বেগ বা নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতির দিকে পরিচালিত করে।

মধু লিমায়ে বনাম মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট (১৯৭০) ৩ এস. সি. সি ৭৪৬-প্রয়োগযোগ্য নয়।

সুব্রামানিয়ান বনাম তামিলনাড়ু রাজ্য (২০১২) ৪ এস. সি. সি ৬৯৯: [২০১২] ১ এস. সি. আর ৯৮৫-বিশিষ্ট।

পুলিশ কমিশনার বনাম সি সুনীতা (২০০৪) ৭ এস. সি. সি. ৪৬৭: [২০০৪] ৩ সম্পূরক. এস. সি. আর. ৭০১; আর. কালাবতী বনাম তামিলনাড়ু রাজ্য (২০০৬) ৬ এস. সি. সি. ১৪: [২০০৬] ৩ সম্পূরক. এস. সি. আর. ৭৪; রাম মনোহর লোহিয়া বনাম বিহার রাজ্য [১৯৬৬] ১ এস. সি. আর. ৭০৯; ফ্রান্সেস কোরালি মুলিন বনাম ডব্লিউ. সি. খামব্রা [১৯৮০] ২ এস. সি. আর. ১০৯৫; বিজয় নারায়ণ সিং বনাম বিহার রাজ্য (১৯৮৪) ৩ এস. সি. সি. ১৪: [১৯৮৪] ৩ এস. সি. আর. ৪৩৫; ভারতের ইউনিয়ন বনাম ইউমনম আনন্দ (২০০৭) ১০ এস. সি. সি. ১৯০: [২০০৭] ৫ এস. সি. আর. ৬০; রেখা বনাম তামিলনাড়ু রাজ্য (২০১১) ৫ এস. সি. সি. ৫৪৪: [২০১১] ৪ এসসিআর ৭৪০; হারাধন সাহা ববামো পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য (১৯৭৫) ৩ এস. সি. সি ১৯৮: [১৯৭৫] ১ এস. সি. আর ৭৭৮; ইউমান ওঙ্গবি লেম্বি লেইমা বনাম মণিপুর রাজ্য (২০১২) ২ এস. সি. সি ১৭৬: [২০১২] ১ এস. সি. আর ১; মুঙ্গালা ইয়াদাম্মা বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য, (২০১২) ২ এস. সি. সি ৩৮৬: [২০১২] ১ এস. সি. আর ২৬-উল্লিখিত।

সাম অরুণা বনাম তেলেঙ্গানা রাজ্য (২০১৮) ১২ এস. সি. সি ১৫০: [২০১৭] ৪ এস. সি. আর ৫২; কালেক্টর ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বনাম সাঙ্গালা কোন্ডাম্মা (২০০৫) ৩ এস. সি. সি ৬৬৬ - উদ্ধৃত।

মামলার প্রসঙ্গ

(১৯৭০) ৩ এস. সি. সি ৭৪৬	প্রযোজ্য নয় বলে গণ্য	অনুচ্ছেদ ৭
[২০০৪] ৩ সম্পূরক. এস. সি. আর ৭০১	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৭
[২০০৬] ৩ সম্পূরক. এস. সি. আর ৭৪	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৭
[১৯৬৬] ১ এসসিআর ৭০৯	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১২
[১৯৮০] ২ এসসিআর ১০৯৫	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৮
[১৯৮৪] ৩ এসসিআর ৪৩৫	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৮
[২০০৭] ৫ এসসিআর ৬০	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৯
[২০১১] ৪ এসসিআর ৭৪০	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২০
[১৯৭৫] ১ এসসিআর ৭৭৮	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২০
[২০১২] ১ এসসিআর ৯৮৫	বিশিষ্ট	অনুচ্ছেদ ২১
[২০১২] ১ এসসিআর ১	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২২
[২০১২] ১ এসসিআর ২৬	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২২
[২০১৭] ৪ এসসিআর ৫২	উদ্ধৃত	অনুচ্ছেদ ২৩
(২০০৫) ৩ এসসিসি ৬৬৬	উদ্ধৃত	অনুচ্ছেদ ২৩

ফৌজদারি আপিল এখতিয়ারঃ ২০২১ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৭৩৩।

২০২০ সালের ২০১৪৬ নং রিট পিটিশনে হায়দারাবাদে তেলেঙ্গানা হাইকোর্টের ৩১.০৩.২০২১ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে উদ্ভূত।

গৌরব আগরওয়াল, ভেঙ্কটেশ্বর রাও অনুমোলু, শাশ্বত গোয়েল, বিজয় বাবু, আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবীরা।

রঞ্জিত কুমার, প্রবীণ আইনজীবী, এস উদয় কুমার সাগর, সুশ্রী সুইনা নায়ার, উত্তরদাতাদের পক্ষে আইনজীবীরা।

আদালতের রায়টি দিয়েছেন

আর. এফ. ই. নরিম্যান, বিচারপতি।

১) অনুমতি মঞ্জুর করা হয়েছে।

২) বর্তমান আপিলটি ৩১.০৩.২০২১ তারিখে হায়দ্রাবাদে তেলেঙ্গানা রাজ্যের উচ্চ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত একটি রায়ের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে, যার মাধ্যমে আবেদনকারীর স্বামীর [অতঃপর "বন্দি" হিসাবে উল্লেখিত] বিরুদ্ধে তেলেঙ্গানা মদ চোরাকারবারি, ডাকাত, মাদক অপরাধী, গুণ্ডা, অনৈতিক পাচার অপরাধী, ভূমি দখলকারী, নকল বীজ অপরাধী, কীটনাশক অপরাধী, সার অপরাধী, খাদ্য ভেজালকারী, জাল নথি অপরাধী, নির্ধারিত পণ্য অপরাধী, বন অপরাধী, জুয়া অপরাধী, যৌন অপরাধী, বিস্ফোরক দ্রব্য অপরাধী, অস্ত্র অপরাধী, সাইবার অপরাধী এবং সাদা কলার বা আর্থিক অপরাধীদের বিপজ্জনক কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন, ১৯৮৬ [অতঃপর "তেলেঙ্গানা বিপজ্জনক কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন" হিসাবে উল্লেখিত] এর ধারা ৩(২) এর অধীনে জারি করা প্রতিরোধমূলক আটকাদেশ [অতঃপর "আটকাদেশ" হিসাবে উল্লেখিত] বিরোধিতা করে দায়ের করা রিট আবেদন খারিজ করা হয়েছিল।

৩) তেলেঙ্গানা বিপজ্জনক কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইনের বিধানগুলির অধীনে আটক আদেশটি ২৮.০৯.২০২০ তারিখের। এটি আটককৃতের বিরুদ্ধে দায়ের করা পাঁচটি এফআইআরকে বোঝায়, সমস্ত উল্লিখিত এফআইআরগুলি আইপিসির ৪২০,৪০৬ এবং ৫০৬ ধারার অধীনে রয়েছে। এফআইআরগুলিতে থাকা তথ্যগুলি অক্টোবর, ২০১৭ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত রয়েছে এবং একই রকম। আমরা আটককৃতের বিরুদ্ধে দায়ের করা অনুরূপ এফআইআরের নমুনা হিসাবে ২০১৯-এর এফআইআর নং ৭০৫-এ থাকা তথ্যগুলি নিম্নরূপ সেট করতে পারি [এফআইআরের এই বর্ণনাটি আটক আদেশে পাওয়া যাবে]:

"১২.১২.২০১৯ তারিখে দুপুর ১২টায় শ্রী কম্মু নবীন কুমার, বীরস্বামীর ছেলে, আনুমানিক ২৪ বছর বয়স, ওক: কার মেকানিক, আবাসিক এলাকা ২-৩২, যাদরণ গ্রাম, শামিরপেট মণ্ডলের কাছ থেকে একটি অভিযোগ পাওয়া যায় যে, তিনি গত এক বছর ধরে মুরাহরিপল্লি গ্রামের প্রধান রাস্তার কাছে একটি গ্যারেজ চালাচ্ছেন। প্রায় ৩৫ বছর বয়সী বাঙ্কা রবিকান্ত মাসে দুই থেকে তিনবার তার গ্যারেজে গাড়ি সার্ভিসিংয়ের জন্য আসতেন। ২০১৯ সালের মার্চ মাসে, উক্ত রবিকান্ত নিজেকে একজন হাইকোর্টের আইনজীবী হিসেবে পরিচয় দেন এবং তিনি নতুন নতুন কোম্পানিতে অর্থ বিনিয়োগ করবেন এবং অভিযোগকারীকে ১০০% রিটার্নের জন্য অর্থ বিনিয়োগ করার জন্য জোর দেন। তিনি আরও জানান যে তারা তিনজন আইনজীবী, তাদের মধ্যে একজন সিএ (চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট) এবং অন্যজন সিএস (কোম্পানি সচিব), যার নাম চন্দ্রমৌলি, যার বয়স প্রায় ৬৫ বছর।

তার কথা বিশ্বাস করে, তিনি ফোন-পে-এর মাধ্যমে ৫০,০০০ টাকা তার ইন্ডিয়ান ব্যাংক, শামিরপেট শাখায় অ্যাকাউন্ট নং ৬৭১৪০৭৩৩০৬-এ স্থানান্তর করেন। আবার ২৮.০৫.২০১৯ তারিখে তিনি দ্বিতীয় বিনিয়োগ হিসেবে ফোন-পে-এর মাধ্যমে ১,০০,০০০ টাকা স্থানান্তর করেন এবং ২০.০৬.২০১৯ তারিখে তিনি তার ইন্ডিয়ান ব্যাংক, গাছিবাউলি শাখার অ্যাকাউন্ট থেকে ১,০০,০০০ টাকা তার অ্যাকাউন্টে জমা দেন এবং হাতে হাতে ২,০০,০০০ টাকা নগদ অর্থ প্রদান করেন। প্রসাদের উপস্থিতিতে ফোন পে-এর মাধ্যমে ১ লক্ষ টাকা পাঠানোর সময়, বাঙ্কা রবিকান্ত অভিযোগকারীকে আশ্বস্ত করেন যে দ্বিতীয় বিনিয়োগে তিনি তাকে সারা বছর ধরে প্রতি মাসে ৪১,০০০ টাকা দেবেন এবং তিনি তার কমিশন বাবদ ৩,০০০ টাকা নেবেন। ১২.১২.২০১৯-এ অভিযোগকারী যখন তাকে তার টাকা ফেরত দিতে বলেন, তখন তিনি মারাত্মক পরিণতির হুমকি দেন। অভিযোগকারী জানিয়েছেন যে, রবিকান্ত তাকে আরও বেশি রিটার্ন পাওয়ার কথা বলে প্রতারণা করেছেন। অভিযোগকারীর শক্তিতে, পুলিশ একটি মামলা নথিভুক্ত করে এবং তদন্ত করে। "

৫ম প্রথম অংশের বর্ণনার পর এই গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদটি আসে:

"উপরের ঘটনাগুলির কারণে, অভিযোগকারী, ভুক্তভোগী এবং অন্যান্য তরুণ প্রার্থীরা, যারা শেয়ার/শেয়ার বাজারে অর্থ বিনিয়োগ করতে চায় এবং সুবিধা অর্জন করতে চায়, তারা ভয় পেয়ে যায় এবং নিরাপত্তাহীন বোধ করে। এই ঘটনাগুলি আপনার মতো লোকদের দ্বারা তাদের প্রতি একই ধরনের প্রতারণার আশঙ্কায় শেয়ার ব্যবসায় বিনিয়োগকারীদের মধ্যে বিশ্বাস ও আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। তারা ভাল মুনাফা প্রদানের ছদ্মবেশে অজানা ব্যক্তিদের দ্বারা একই ধরনের প্রতারণার ভয়ে কোনও পরামর্শদাতা বা ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করতে দ্বিধা বোধ করে। এই ক্ষতিকর কার্যকলাপগুলো জনসাধারণের মধ্যেও অশান্তির সৃষ্টি করেছে।"

৪) এরপর আটকাদেশে বন্দির 'অপরাধের পদ্ধতি' নিম্নরূপ উল্লেখ করা হয়েছে:

"আপনি করিমনগর জেলার বাসিন্দা। আপনি ২০১১ সালে স্নাতক (বি.কম) এবং ২০১৯ সালে এলএলবি সম্পন্ন করেছেন এবং শেয়ার বাজারে ব্যবসা করছেন। আপনি ভুক্তভোগীদের কাছে নিজেকে একজন হাইকোর্টের আইনজীবী হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন এবং আপনার একটি দল আছে যার মধ্যে একজন সিএ (চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট) এবং সিএস (কোম্পানি সচিব) এবং তিনজন আইনজীবী রয়েছেন। আপনার সিএস-এর কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে দক্ষতা ও যোগসূত্র রয়েছে। আপনার শেয়ার বিপণনে জ্ঞানী ব্যক্তি রয়েছে এবং আসন্ন সংস্থাগুলিতে অর্থ বিনিয়োগ করতেন যা

১০০%-এর ফেরত নিশ্চিত করে। আপনি নির্দোষ জনসাধারণকে শেয়ার বিপণনে তাদের অর্থ বিনিয়োগ করে ভাল মুনাফা দেওয়ার ছদ্মবেশে প্রলুব্ধ করবেন। আপনি আপনার পরিচিত ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করতেন এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে লাভের নিশ্চয়তা দেওয়ার জন্য শেয়ার বাজারে তাদের অর্থ বিনিয়োগ করার জন্য প্রলুব্ধ করতেন। এছাড়াও আপনি ফাঁকা চেক দিতেন এবং ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে তাদের আস্থা অর্জনের জন্য কমিশন চাইতেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী, আপনি ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে ফোন-পে-এর মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করেছেন যা আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং নেট-ব্যাংকিংয়ের সাথে সংযুক্ত এবং সশরীরে। আপনি যখন আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অর্থ পেয়েছিলেন, তখন অবিলম্বে আপনি আপনার স্ত্রীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রাপ্ত অর্থ স্থানান্তর করেছিলেন। ভুক্তভোগীরা যখন আপনার সাথে ফোনে যোগাযোগ করে, তখন আপনি প্রথমে তাদের এড়িয়ে চলতে শুরু করেন এবং তারপর তাদের কলগুলি ঘুরিয়ে দেন এবং অবশেষে তাদের প্রতারণা করেন। পরে, ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে আপনার অবস্থান গোপন করার জন্য আপনি আপনার আবাসিক ঠিকানা পরিবর্তন করেছেন। শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের মাধ্যমে ভালো মুনাফা দেওয়ার আড়ালে আপনি অনেক লোককে ৫০.০০ লক্ষ টাকারও বেশি প্রতারণা করেছেন।

রাচাকোন্ডা পুলিশ কমিশনারেটের সীমানার মালকাজগিরি থানার আইপিসির ৪০৬, ৪২০ ধারার অধীনে আপনি ৩৪/২০২০ নম্বর মামলায় জড়িত, যেখানে আপনার পূর্ববর্তী অপরাধমূলক পটভূমির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা আপনার আটকের জন্য নির্ভরযোগ্য নয়।"

৫) এরপরে, আটক আদেশ বর্ণনা করে যে পূর্বোক্ত সমস্ত এফআইআরে ডিটেনুকে আগাম জামিন/অসুস্থতা মঞ্জুর করা হয়েছে, শেষ এই ধরনের ত্রাণ ১০.০৮.২০২০-এ দেওয়া হয়েছে। আটক আদেশ তারপর বর্ণনা করেঃ

"শেয়ার বাজারে তাদের অর্থ বিনিয়োগ করে ভালো মুনাফা দেওয়ার নামে প্রতারণা এবং সংগঠিতভাবে তাদের কাছ থেকে ৫০ লক্ষ টাকারও বেশি অর্থ আদায়ের মতো ধারাবাহিক অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে আপনার জড়িত থাকার বিষয়টি বিবেচনা করে এবং উপরোক্ত মামলাগুলিতে আপনার দ্বারা দাখিল করা এবং মঞ্জুর করা এবং পরে শর্তসাপেক্ষে জামিনে মুক্তি পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে, আমি নিশ্চিত যে আপনার মতো একজন অপরাধীর অবাধ চলাচল সমাজের স্বার্থে নিরাপদ নয় কারণ আপনারও অন্য নিরীহ যুবকদের সাথে একই ধরণের ক্ষতিকর কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়ার এবং শেয়ার বাজারে তাদের অর্থ বিনিয়োগ করে ভালো লাভের অজুহাতে তাদের সাথে প্রতারণা করার সম্ভাবনা রয়েছে, যা জনশৃঙ্খলার জন্য ক্ষতিকর, যদি না আপনাকে যথাযথ আটকের আদেশ দিয়ে তা করতে বাধা দেওয়া হয়।

এইভাবে আপনি 'ফোন পে এবং অনলাইন ব্যাঙ্কিং-এর মাধ্যমে এবং কখনও কখনও সাইবারাবাদ পুলিশ কমিশনারেটের সীমার মধ্যে আরও বেশি মুনাফা দেওয়ার ছদ্মবেশে ব্যক্তিগতভাবে ৫০ লক্ষ টাকার বেশি টাকা সংগ্রহ করে এত লোককে প্রতারণা করার মতো অপরাধ করে' হোয়াইট কলার অপরাধে লিপ্ত হয়েছেন। এছাড়াও, আপনার কাজগুলি জনশৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব ফেলছে এবং তরুণদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি তৈরি করছে, যার ফলে এলাকার শান্তি ও প্রশান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে।

"জনশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ক্ষতিকর যেকোনো ধরণের কাজ থেকে আপনাকে বিরত রাখা অপরিহার্য। আমি মনে করি যে স্বাভাবিক আইনের আশ্রয় নেওয়া কার্যকর প্রতিরোধক নাও হতে পারে - আপনাকে এই অঞ্চলে জনশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ক্ষতিকর এমন আরও কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত রাখতে, যদি না আপনাকে "তেলেঙ্গানা মদ চোরাকারবারি, ডাকাত, মাদক অপরাধী, গুণ্ডা, অনৈতিক পাচার অপরাধী, ভূমি দখলকারী, নকল বীজ অপরাধী, কীটনাশক অপরাধী, সার অপরাধী, খাদ্য ভেজালকারী, জাল নথি অপরাধী, নির্ধারিত পণ্য অপরাধী, বন অপরাধী, জুয়া অপরাধী, যৌন অপরাধী, বিস্ফোরক দ্রব্য অপরাধী, অস্ত্র অপরাধী, সাইবার অপরাধী এবং সাদা কলার বা আর্থিক অপরাধীদের বিপজ্জনক কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সালের আইন নং ০১)" এর বিধান প্রয়োগ করে আটক করা হয়।

৬) এর ফলস্বরূপ, আটক আদেশের তারিখ থেকেই আটক ব্যক্তিকে প্রতিরোধমূলকভাবে আটক করা হয়েছিল। আবেদনকারী এখানে সাইবারাবাদ কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনারের কাছে ৩১.১০.২০২০ তারিখের একটি উপস্থাপনা করেছিলেন, যা উপদেষ্টা বোর্ড দ্বারা বিবেচনা করা হয়েছিল, যিনি তার আদেশ ১১.১১.২০২০ দ্বারা খুঁজে পেয়েছিলেন যে আটক আদেশ অব্যাহত রাখার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। ১৭.১২.২০২০ তারিখের তেলেঙ্গানা রাজ্যের আদেশের মাধ্যমে, আটক আদেশটি নিশ্চিত করা হয়েছিল এবং আটকের সময়কাল '০৫.১০.২০২০ থেকে এক বছরের জন্য' নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

৭) আবেদনকারীর পাশাপাশি রাষ্ট্রের পক্ষে পরামর্শদাতার পক্ষ থেকে তথ্য এবং যুক্তিগুলি বর্ণনা করার পরে বিতর্কিত রায়টি তখন বলেছিলঃ

"৯) তাৎক্ষণিক মামলায়, নথিতে রাখা তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে আটককৃত ব্যক্তিকে আটককারী কর্তৃপক্ষের প্রতিরোধমূলকভাবে আটক রাখার জন্য যে পাঁচটি মামলার উপর নির্ভর করা হয়েছিল, তার সবকটিতেই সংশ্লিষ্ট আদালত তাকে জামিন দিয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে, উত্তরদাতাদের এই যুক্তি যে আটককৃত ব্যক্তির অবৈধ কার্যকলাপ সম্প্রদায়ের জীবনের সমান গতিতে ব্যাঘাত ঘটাবে যা জনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ক্ষতিকারক এবং আটককৃত ব্যক্তির আবার একই ধরনের পক্ষপাতদুষ্ট কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তা খারিজ করা যাবে না।

রায়টি তখন মধু লিমায়ে বনাম সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট (১৯৭০) ৩ এস. সি. সি ৭৪৬, পুলিশ কমিশনার বনাম সি. সুনীতা (২০০৪) ৭ এস. সি. সি ৪৬৭ এবং আর. কালাবতী বনাম তামিলনাড়ু রাজ্য (২০০৬) ৬ এস. সি. সি ১৪ মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করে এবং তারপর উপসংহারে আসেঃ

"একের পর এক সংঘটিত হওয়া অভিযুক্ত অপরাধগুলিতে আটককৃতদের কার্যপদ্ধতি অবশ্যই জনসাধারণের শান্তি ও প্রশান্তি বিঘ্নিত করবে। তাই সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উপর আটকের আদেশ পাস করা আবশ্যক, কারণ আটককৃতদের কাজগুলি জনশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ক্ষতিকারক। আটককৃতদের অবৈধ কার্যকলাপ এতটাই বিস্তৃত ছিল যে, তারা অবশ্যই জীবনের সমান গতিতে প্রভাব ফেলবে এবং জনশৃঙ্খলার পক্ষে ক্ষতিকারক ছিল। আটককৃত কর্তৃপক্ষের কাছে ব্যক্তিগত সন্তুষ্টি নথিভুক্ত করার জন্য পর্যাপ্ত উপাদান ছিল যে জনশৃঙ্খলা এবং এমনকি সম্প্রদায়ের জীবনের গতি বজায় রাখার জন্য আটককৃতদের আটক করা প্রয়োজন ছিল। আটকের আদেশটি কোনও অবৈধতার শিকার হয় না। বিতর্কিত আদেশে নির্দেশিত আটকের কারণগুলি প্রাসঙ্গিক এবং পি.ডি. আইনের বিধানগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে করা হয়। যেহেতু আটককারী কর্তৃপক্ষ যে পাঁচটি মামলার উপর নির্ভর করেছিল তার সবকটিতেই আটককারী জামিন পেয়েছিল, তাই আটককারী কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এই আশঙ্কা উত্থাপন করার ক্ষেত্রে কোনও ভুল নেই যে আটককারীর অনুরূপ অপরাধ করার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আবার অবশ্যই জনশৃঙ্খলাকে প্রভাবিত করবে। আটককৃত ব্যক্তির দ্বারা অভিযুক্ত অপরাধের দ্রুত উত্তরাধিকার এটি স্পষ্ট করে দেয় যে ভবিষ্যতে আটককৃত ব্যক্তির অনুরূপ অপরাধ করার সম্ভাবনা রয়েছে, যা জনশৃঙ্খলা বজায় রাখার পক্ষে ক্ষতিকারক।

৮) আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী গৌরব আগরওয়াল আমাদের সামনে তিনটি বিষয় উত্থাপন করেছেন। প্রথম এবং সর্বাগ্রে, তিনি বলেছেন যে অভিযোগ করা কাজ এবং আটক আদেশের তারিখের মধ্যে কোনও নিকটবর্তী বা সরাসরি সংযোগ নেই, কারণ শেষ অভিযোগটি, যা প্রথম ৩টি এফআইআর [১২.১২.২০১৯, ১২.১২.২০১৯ এবং ১৪.১২.২০১৯ তারিখের এফআইআর] থেকে স্পষ্ট, ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে হয়েছিল, যেখানে আটকাদেশ ৯ মাস পরে ২৮.০৯.২০২০ তারিখে জারি করা হয়েছিল।

তারপরে তিনি স্বীকার না করে যুক্তি দিয়েছিলেন যে, এই মামলাগুলির তথ্যের উপর যদি সর্বোত্তমভাবে কেবল একটি 'আইন-শৃঙ্খলা' সমস্যা দেখা দেয় তবে এটি একটি 'জনশৃঙ্খলা' সমস্যা নয়, এবং এটিকে সমর্থন করার জন্য এই আদালতের কিছু রায় উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে আটক আদেশটি সম্পূর্ণরূপে বিকৃত ছিল কারণ এটি কেবল আগাম জামিন/জামিনের আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছিল। আরও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে যে জামিন দেওয়া হয়েছে তা বাতিল করার জন্য রাষ্ট্রের পক্ষে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া হত।

৯) তেলেঙ্গানা রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট প্রবীণ আইনজীবী শ্রী রঞ্জিত কুমার আটক আদেশে অন্তর্ভুক্ত কারণগুলি পুনর্ব্যক্ত করেন এবং যুক্তি দেন যে ডিটেননু একজন অভ্যাসগত প্রতারক ছিলেন যিনি তাই সরল জনসাধারণের মধ্যে ভয় তৈরি করেছিলেন এবং যেহেতু তিনি ভবিষ্যতে অনুরূপ অপরাধ করতে পারেন, তাই তাকে প্রতিরোধমূলকভাবে আটক করা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ সাধারণ আইন তার উপর কোনও প্রতিরোধমূলক প্রভাব ফেলেনি। উপরন্তু, কোনও সন্দেহ নেই যে তিনি তেলেঙ্গানা বিপজ্জনক ক্রিয়াকলাপ প্রতিরোধ আইন দ্বারা সংজ্ঞায়িত 'জনশৃঙ্খলা' লঙ্ঘন করেছিলেন এবং তার দ্বারা প্রতারিত হওয়া এবং তার দ্বারা প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকা ব্যক্তিদের জীবনের সমান গতিতে ব্যাঘাত ঘটিয়েছিলেন।

১০) উভয় পক্ষের পরামর্শ শোনার পর, প্রথমে আইনের গুরুত্বপূর্ণ বিধানগুলি নিম্নরূপ নির্ধারণ করা গুরুত্বপূর্ণঃ

"২) সংজ্ঞা

এই আইনে, যদি না প্রসঙ্গটি অন্যথায় প্রয়োজন হয়,

(ক) "জনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ক্ষতিকারক যে কোনও উপায়ে কাজ করা" মানে যখন কোনও বুটলেগার, ডাকাত, মাদক-অপরাধী, গুন্ডা, অনৈতিক ট্র্যাফিক অপরাধী, জমি-দখলদার, জাল বীজ অপরাধী, কীটনাশক অপরাধী, সার অপরাধী, খাদ্য ভেজাল অপরাধী, জাল নথি অপরাধী, তফসিলি পণ্য অপরাধী, বন অপরাধী, গেমিং অপরাধী, যৌন অপরাধী, বিস্ফোরক পদার্থ অপরাধী, অস্ত্র অপরাধী, সাইবার অপরাধ অপরাধী এবং হোয়াইট কলার বা আর্থিক অপরাধী তার যে কোনও ক্রিয়াকলাপে জড়িত থাকে বা জড়িত হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, যা জনসাধারণের রক্ষণাবেক্ষণকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করে বা প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত করেঃ

ব্যাখ্যাঃ-এই ধারার উদ্দেশ্যে, জনশৃঙ্খলা বিরূপভাবে প্রভাবিত হয়েছে বলে গণ্য হবে অথবা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বিরূপভাবে প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে গণ্য হবে, যদি এই ধারায় উল্লেখিত ব্যক্তির কোনও কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাধারণ জনগণ বা তাদের কোনও অংশের মধ্যে কোনও ক্ষতি, বিপদ বা শঙ্কা বা নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি সৃষ্টি করে বা করার জন্য পরিকল্পনা করে অথবা জীবন বা জনস্বাস্থ্যের জন্য গুরুতর ব্যাপক বিপদ সৃষ্টি করে;

(ভ) "হোয়াইট কলার অপরাধী" "বা" "আর্থিক অপরাধী" "অর্থ এমন কোনও ব্যক্তি যিনি তেলেঙ্গানা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আমানতকারীদের সুরক্ষা আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সালের ১৭ নং আইন) বা ৪০৬ থেকে ৪০৯ বা ৪১৭ থেকে ৪২০ ধারা বা ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর অধ্যায় XVIII-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেন বা করতে সহায়তা করেন।"

"ধারা ৩) নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের আটক করার আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা

(১) সরকার, যদি কোনও চোরাচালানকারী, ডাকাত, মাদক-অপরাধী, গুন্ডা, অনৈতিক ট্র্যাফিক অপরাধী, জমি দখলকারী, জাল বীজ অপরাধী, কীটনাশক অপরাধী, সার অপরাধী, খাদ্য ভেজাল অপরাধী, জাল নথি অপরাধী, তফসিলি পণ্য অপরাধী, বন অপরাধী, জুয়া অপরাধী, যৌন অপরাধী, বিস্ফোরক পদার্থ অপরাধী, অস্ত্র অপরাধী, সাইবার অপরাধ অপরাধী এবং হোয়াইট কলার বা আর্থিক অপরাধীর বিষয়ে সন্তুষ্ট হয় যে তাকে জনশৃঙ্খলা রক্ষায় পক্ষপাতদুষ্ট কোনও উপায়ে কাজ করা থেকে বিরত রাখার লক্ষ্যে, তাই করার জন্য, এই ধরনের ব্যক্তিকে আটক করার নির্দেশ দেওয়া প্রয়োজন।"

"ধারা ১৩) আটকের সর্বোচ্চ সময়কাল

'এই আইনের অধীনে যে কোনও আটকাদেশ যা ১২ ধারার অধীনে নিশ্চিত করা হয়েছে, তা অনুসরণ করে যে কোনও ব্যক্তিকে আটক করা যেতে পারে তার সর্বোচ্চ সময়কাল হবে আটকের তারিখ থেকে বারো মাস।

১১) যদিও এটি গুরুতরভাবে বিতর্কিত হতে পারে না যে তেলেঙ্গানার বিপজ্জনক ক্রিয়াকলাপ পুনরুজ্জীবন আইনের ধারা ২ (ভ) এর অধীনে সংজ্ঞায়িত হিসাবে আটককৃত ব্যক্তি "হোয়াইট কলার অপরাধী" হতে পারে, তবুও একটি প্রতিরোধমূলক আটক আদেশ কেবল তখনই পাস করা যেতে পারে যদি তার ক্রিয়াকলাপগুলি জনশৃঙ্খলা রক্ষণাবেক্ষণে বিরূপ প্রভাব ফেলে বা বিরূপ প্রভাব ফেলার সম্ভাবনা থাকে। তেলেঙ্গানা বিপজ্জনক কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইনের ধারা ২(ক) এর ব্যাখ্যায় জনশৃঙ্খলাকে সাধারণ জনগণ বা এর যেকোনো অংশের মধ্যে ক্ষতি, বিপদ বা শঙ্কা বা নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি বা জীবন বা জনস্বাস্থ্যের জন্য একটি গুরুতর ব্যাপক বিপদ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

১২) যেমনটি সর্বজনবিদিত, 'আইন-শৃঙ্খলা', 'জনশৃঙ্খলা' এবং 'রাষ্ট্রের নিরাপত্তা' অভিব্যক্তিগুলি একে অপরের থেকে আলাদা। রাম মনোহর লোহিয়া বনাম বিহার রাজ্য (১৯৬৬) ১ এস. সি. আর. ৭০৯-এ এই আদালতের সামনে প্রশ্নটি ভারতের প্রতিরক্ষা বিধির ৩০ নং বিধির অধীনে তৈরি একটি প্রতিরোধমূলক আটক আদেশের অধীনে উত্থাপিত হয়েছিল, যা জনশৃঙ্খলা রক্ষার পক্ষে ক্ষতিকারক আচরণ করতে পারে এমন কোনও ব্যক্তিকে আশঙ্কা ও আটকের অনুমতি দেয়। এই আদালত নিছক আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্ন এবং জনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত করার মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ নির্ধারণ করেছেঃ

"ভারতের প্রতিরক্ষা আইন এবং বিধিমালা সেই শর্তাবলীর কথা বলে যার অধীনে আইনের অধীনে প্রতিরোধমূলক আটকের আদেশ দেওয়া যেতে পারে। ভারতের প্রতিরক্ষা আইনের দীর্ঘ শিরোনাম এবং প্রস্তাবনায় জননিরাপত্তা এবং স্বার্থ, ভারতের প্রতিরক্ষা এবং নাগরিক প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে।" 'জননিরাপত্তা ও স্বার্থ' অভিব্যক্তিটি ভারতের নিরাপত্তা শান্তি ও প্রশান্তি বজায় রাখার জন্য পদক্ষেপের পরিসরকে নির্দেশ করে যেখানে 'ভারতের প্রতিরক্ষা' এবং 'নাগরিক প্রতিরক্ষা' অভিব্যক্তিগুলি ভারত ও তার জনগণের বাইরের আগ্রাসন এবং দেশের অভ্যন্তরে ব্যক্তিদের কর্মের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষাকে বোঝায়। এই সাধারণ শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছিল কারণ আইনটি এমন একটি পদক্ষেপের ব্যবস্থা করতে চায় যার মধ্যে প্রতিরোধমূলক আটক কেবল একটি ছোট অংশ। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদানের ক্ষেত্রে, ভারতীয় প্রতিরক্ষা আইনের ৩ নং ধারা প্রস্তাবনার শর্তাবলীর উপর বিশদ বিবরণ নির্দিষ্ট করে প্রসারিত করে। এটি ভারতের প্রতিরক্ষা এবং অসামরিক প্রতিরক্ষা এবং জননিরাপত্তার কথা বলে তবে এটি জনস্বার্থের ধারণাকে জনশৃঙ্খলা বজায় রাখা, সামরিক অভিযানের দক্ষ পরিচালনা এবং সম্প্রদায়ের জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সরবরাহ ও পরিষেবাগুলি বজায় রাখার ক্ষেত্রে প্রসারিত করে। তারপরে এটি একই ধারার (১৫) প্রকরণে দৃষ্টান্তের মাধ্যমে উল্লেখ করে যে কোনও ব্যক্তিকে হেফাজতে আটক ও আটক করার ক্ষমতা রয়েছে যাকে কর্তৃপক্ষ বিধি দ্বারা গ্রেপ্তার বা আটক করার ক্ষমতা দিয়েছে (জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের চেয়ে কম পদে আটক করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ), সন্দেহভাজন, সেই কর্তৃত্বের কাছে যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হওয়ার ভিত্তিতে-

(ক) শত্রুভাবাপন্ন উৎস; অথবা

(খ) ক্ষতিকরভাবে কাজ করা, অভিনয় করা বা কাজ করতে যাচ্ছিল বা করার সম্ভাবনা ছিল যা-

(i) ভারতের প্রতিরক্ষা এবং নাগরিক প্রতিরক্ষা;

(ii) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা;

(iii) জননিরাপত্তা বা স্বার্থঃ

(iv) জনশৃঙ্খলা বজায় রাখা;

(v) বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ভারতের সম্পর্কঃ

(vi) ভারতের যে কোনও অংশ বা অঞ্চলে শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি বজায় রাখাঃ অথবা

(vii) সামরিক অভিযানের দক্ষ পরিচালনা,

এইভাবে মনে হবে যে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জননিরাপত্তা বা স্বার্থ, জনশৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং ভারতের যে কোনও অংশ বা অঞ্চলে শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি বজায় রাখা পৃথকভাবে দেখা যেতে পারে যদিও কঠোরভাবে একটি ধারা অন্যটির উপর প্রভাব ফেলতে পারে বা প্রভাব ফেলতে পারে। তারপর নিয়ম ৩০ অনুসরণ করে, যা উপরের শর্তগুলির পুনরাবৃত্তি করে এবং যে কোনও ব্যক্তিকে উপরের যে কোনও উপায়ে কাজ করা থেকে বিরত রাখার লক্ষ্যে আটক করার অনুমতি দেয়। ডঃ লোহিয়ার যুক্তি যে শর্তগুলি সম্মিলিতভাবে প্রয়োগ করা হবে তা স্পষ্টভাবে অসমর্থনীয়। নিয়ম ৩০ বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন নেই যা আমরা আগে উদ্ধৃত করেছি এবং যা ধারা ৩ (১৫) এর পরিকল্পনা অনুসরণ করে। প্রশ্নটি হলো, আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে ডঃ লোহিয়াকে কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়া থেকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা গ্রহণের মাধ্যমে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনশৃঙ্খলারক্ষার এখতিয়ারের বাইরে গিয়েছিলেন কি না।

[পৃষ্ঠা ৭৩৮-৭৩৯]

XXX XX

আমাদের এখানে ভারতের প্রতিরক্ষা বিধিমালা-এর নিয়ম ৩০-এর অধীনে আটকের একটি মামলা রয়েছে যা জনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ক্ষতিকারক আচরণ করতে পারে এমন কোনও ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার ও আটক করার অনুমতি দেয়। এর ফলে যদি এই জাতীয় ব্যক্তিকে আটক না করা হয় তবে জনসাধারণের বিশৃঙ্খলা ঘটবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার মাধ্যমেও বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধ করা হয় তবে বিশৃঙ্খলা একটি বিস্তৃত বর্ণালী যার মধ্যে একদিকে ছোটখাটো বিশৃঙ্খলা এবং অন্যদিকে সবচেয়ে গুরুতর এবং বিপর্যয়কর ঘটনা রয়েছে। "জনশৃঙ্খলা" অভিব্যক্তিটি কি সব ধরনের ব্যাধি বা কেবল কয়েকটি গ্রহণ করে? এর উত্তর "জনশৃঙ্খলা" কে "আইন ও শৃঙ্খলা" থেকে আলাদা করার কাজ করে কারণ পরেরটি নিঃসন্দেহে তাদের সবকটিকে গ্রহণ করে। জনশৃঙ্খলা যদি বিঘ্নিত হয় তবে অবশ্যই জনসাধারণের বিশৃঙ্খলার দিকে পরিচালিত করতে হবে।

শান্তির প্রতিটি লঙ্ঘন সর্বজনীন বিশৃঙ্খলার দিকে পরিচালিত করে না। যখন দু 'জন মদ্যপায়ী ঝগড়া করে এবং লড়াই করে তখন বিশৃঙ্খলা হয় কিন্তু সর্বজনীন বিশৃঙ্খলা হয় না। তাদের আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষমতার অধীনে মোকাবিলা করা যেতে পারে কিন্তু এই ভিত্তিতে আটক করা যায় না যে তারা জনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত করছে। ধরুন যে দুই যোদ্ধা প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়ের ছিল এবং তাদের মধ্যে একজন সাম্প্রদায়িক আবেগ উত্থাপন করার চেষ্টা করেছিল। সমস্যাটি এখনও আইন-শৃঙ্খলার একটি সমস্যা, তবে জনসাধারণের বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা জাগিয়ে তোলে। অন্যান্য উদাহরণগুলি কল্পনা করা যেতে পারে, আইনের লঙ্ঘন সর্বদা শৃঙ্খলাকে প্রভাবিত করে তবে এর আগে যদি বলা যায় যে এটি জনশৃঙ্খলাকে প্রভাবিত করে, তবে এটি অবশ্যই সম্প্রদায় বা জনসাধারণকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করতে হবে।সুতরাং ভারতীয় প্রতিরক্ষা আইনের অধীনে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কেবল আইন-শৃঙ্খলার বিশৃঙ্খলা যথেষ্ট নয়, তবে জনশৃঙ্খলাকে বিকৃত করে এমন বিশৃঙ্খলা রয়েছে। একজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাধারণ পরিস্থিতিতে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার সহায়তায় নয়, জনশৃঙ্খলার বিপর্যয় রোধ করতে বিধি ৩০ (১) (৬) এর অধীনে ব্যবস্থা নেওয়ার অধিকারী।

এইভাবে এটা প্রতীয়মান হবে যে, এই আদালতের রায়গুলিতে (পূর্বে উল্লিখিত) "জনশৃঙ্খলা" যেমন "রাষ্ট্রের নিরাপত্তাকে" প্রভাবিত করে এমনগুলির তুলনায় কম মাধ্যাকর্ষণের ব্যাধিগুলি উপলব্ধি করে বলে বলা হয়েছিল, "আইন ও শৃঙ্খলা" "জনশৃঙ্খলা" কে প্রভাবিত করে এমনগুলির তুলনায় কম মাধ্যাকর্ষণের ব্যাধিগুলিও বুঝতে পারে। একজনকে তিনটি কেন্দ্রীভূত বৃত্ত কল্পনা করতে হবে। আইন ও শৃঙ্খলা বৃহত্তম বৃত্তের প্রতিনিধিত্ব করে যার মধ্যে পরবর্তী বৃত্তটি জনশৃঙ্খলার প্রতিনিধিত্ব করে এবং ক্ষুদ্রতম বৃত্তটি রাষ্ট্রের সুরক্ষার প্রতিনিধিত্ব করে। তখন এটি সহজেই দেখা যায় যে কোনও আইন আইন ও শৃঙ্খলাকে প্রভাবিত করতে পারে তবে জনশৃঙ্খলাকে প্রভাবিত করতে পারে না ঠিক যেমন একটি আইন জনশৃঙ্খলাকে প্রভাবিত করতে পারে তবে রাষ্ট্রের নিরাপত্তাকে নয়। "আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা" অভিব্যক্তিটি ব্যবহার করে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর নিজস্ব কর্মক্ষেত্রকে প্রশস্ত করছিলেন এবং ভারতের প্রতিরক্ষা বিধিমালা-এ একটি ধারা যুক্ত করছিলেন।

[পৃষ্ঠা ৭৪৫-৭৪৬]

১৩) এতে কোনও সন্দেহ নেই যে 'জনশৃঙ্খলা' বিঘ্নিত হওয়ার জন্য অবশ্যই জনশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে হবে। কেবল প্রতারণা বা অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গের মতো আইন লঙ্ঘন অবশ্যই 'আইন ও শৃঙ্খলাকে' প্রভাবিত করে তবে এটি 'জনশৃঙ্খলা' কে প্রভাবিত করে বলে বলার আগে, এটি অবশ্যই সম্প্রদায় বা জনসাধারণকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করতে হবে।

১৪) এতে কোনও সন্দেহ নেই যে পাঁচটি এফআইআর-এ যা অভিযোগ করা হয়েছে তা 'আইন-শৃঙ্খলা'-এর ক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কিত, যেখানে বিভিন্ন প্রতারণার ঘটনা আটককৃত ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত, যা পাঁচটি এফআইআর-এ বর্ণিত ভারতীয় দণ্ডবিধির তিনটি ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য।

আটক আদেশটি নিবিড়ভাবে পড়ার ফলে এটি স্পষ্ট হয়ে যাবে যে এই আদেশের কারণ ব্যাপক জনসাধারণের ক্ষতি, বিপদ বা বিপদের আশঙ্কা নয়, বরং কেবলমাত্র পাঁচটি এফআইআরের প্রত্যেকটিতে আদালত থেকে আগাম জামিন/জামিন পেতে সফল হওয়ার কারণে। যদি কোনও ব্যক্তিকে আগাম জামিন/জামিন ভুলভাবে দেওয়া হয়, তবে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য সাধারণ আইনে সুপরিচিত প্রতিকার রয়েছে। রাজ্য সর্বদা মঞ্জুর করা জামিন আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করতে পারে এবং/অথবা জামিন বাতিলের জন্য আবেদন করতে পারে।আগাম জামিন/জামিনের আদেশ কেবল সফলভাবে পাওয়া আটক ব্যক্তিকে আটক করার আসল ভিত্তি, এতে কোনও সন্দেহ নেই যে তেলেঙ্গানা বিপজ্জনক কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইনের ২ (ক) ধারায় সাধারণ মানুষের মধ্যে যে ক্ষতি, বিপদ বা আতঙ্ক বা নিরাপত্তার অনুভূতি বলা হয়েছে তা বর্তমান মামলার তথ্যে বিশ্বাসযোগ্য এবং সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

১৫) এই পর্যায়ে, তেলেঙ্গানা রাজ্যের দায়ের করা ১৭.০৭.২০২১ তারিখের পাল্টা হলফনামায় বিজ্ঞাপন দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। পাল্টা হলফনামার ১৮ অনুচ্ছেদে পাঁচটি এস. আই. আর-এর মধ্যে আদালত কর্তৃক জামিন মঞ্জুরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা আটক আদেশ পাস করার আসল কারণ, নিম্নরূপঃ

"১৮) এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে, তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে, আটককৃত ব্যক্তিকে আটক করার সিদ্ধান্ত নথিতে থাকা উপাদানগুলির পর্যালোচনার উপর ভিত্তি করে নেওয়া হয়েছে, যা প্রকাশ করে যে আটককৃত ব্যক্তিকে আদালত কর্তৃক জামিন দেওয়া হয়েছিল, প্রতিরোধমূলকভাবে আটক করার জন্য আটককারী কর্তৃপক্ষ যে পাঁচটি মামলার উপর নির্ভর করেছিল তার সবকটিতেই ধারণা করা হয়েছিল। ২ নং উত্তরদাতা এখানে তার সন্তুষ্টি লিপিবদ্ধ করেছেন যে আটককৃত ব্যক্তির কার্যকলাপ জনশৃঙ্খলা বজায় রাখার পক্ষে ক্ষতিকারক, এবং সাধারণ আইন আটককৃত ব্যক্তিকে আরও বিদ্বেষমূলক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হতে বাধা দেওয়ার জন্য কার্যকর প্রতিরোধকারী নাও হতে পারে। উপরন্তু, নির্ভরশীল উপকরণ এবং পরিস্থিতি দেখায় যে আটককারী কর্তৃপক্ষের বিষয়গত সন্তুষ্টি কোনও অ্যাকাউন্টে কলঙ্কিত বা অবৈধ নয়। অতএব আটকাদেশের আদেশটি পাস করা ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করা হয় যে আটককৃতদের অবৈধ কার্যকলাপ সম্প্রদায়ের জীবনের সমান গতিতে ব্যাঘাত ঘটাবে, যা এটিকে জনশৃঙ্খলা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ক্ষতিকারক করে তোলে এবং আটককৃতদের আবার অনুরূপ পক্ষপাতদুষ্ট কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।"

পাল্টা হলফনামার ২১ নং অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ বলা হয়েছেঃ

২১) এটি উপস্থাপিত হয় যে জনসাধারণের শান্তি বিঘ্নিত করে বা শান্তি লঙ্ঘন করে এমন কাজগুলির একটি সংকীর্ণ অর্থ দেওয়া উচিত নয়,

কিন্তু একটি উদার ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত এবং 'জনশৃঙ্খলার স্বার্থে' অভিব্যক্তিটি অত্যন্ত বিস্তৃত যা এই আদালত দ্বারা মধু লিমায়ে বনাম উপবিভাগ ম্যাজিস্ট্রেট, এআইআর ১৯৭১ এসসি ২৪৮৬-এ প্রতিবেদন করা মামলায় স্থির করা হয়েছে। অতএব উত্তরদাতা নং ২, এই আটক আদেশটি পাস করার আগে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি বিবেচনা করেছিলেন যে আটককৃতদের কার্যকলাপ জনসাধারণের পক্ষে ক্ষতিকারক ছিল কিনা এবং কেবলমাত্র এমন লঙ্ঘনের দ্বারা জনসাধারণের শৃঙ্খলা প্রভাবিত হতে পারে কিনা যা সম্প্রদায় বা জনসাধারণকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে।"

১৬) মধু লিমায়ে বনাম মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট (উপরিউক্ত)-এর উল্লেখ সম্পূর্ণরূপে অসঙ্গত। এই রায়টি "জনশৃঙ্খলার স্বার্থে" অভিব্যক্তিটির পরিধি নিয়ে কাজ করে যা ভারতের সংবিধানের ১৯ (২) থেকে ১৯ (৪) অনুচ্ছেদে ঘটে। এই রায়ের দ্বারা করা পর্যবেক্ষণগুলি ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪৪ ধারাকে চ্যালেঞ্জ করার প্রেক্ষাপটে ছিল। গুরুত্বপূর্ণভাবে, এই আদালত রাম মনোহর লোহিয়ার (উপরিউক্ত) রায়টি উল্লেখ করেছে এবং তারপর মতামত দিয়েছেঃ

"১৯) এই পরীক্ষাটি গ্রহণ করে আমরা বলতে পারি যে, রাজ্য কেন্দ্রে রয়েছে এবং সমাজ এটিকে ঘিরে রয়েছে। সমাজের বিশৃঙ্খলা একটি বিস্তৃত বর্ণালীতে জীবনের প্রশান্তির আরও বিশৃঙ্খলা থেকে রাজ্যকে বিপদে ফেলে। আমরা যখন বৃহত্তম বৃত্তের পরিধি থেকে কেন্দ্রের দিকে যাত্রা করি তখন এই কাজগুলি আরও গুরুতর হয়ে ওঠে। এই যাত্রায় আমরা প্রথমে জননিরাপত্তার মাধ্যমে, তারপরে জনশৃঙ্খলার মাধ্যমে এবং অবশেষে রাজ্যের সুরক্ষার জন্য ভ্রমণ করি।

২০) প্রতিরোধমূলক আটকের প্রসঙ্গে "জনশৃঙ্খলা বজায় রাখা" বাক্যাংশটি নিয়ে আলোচনা করার সময়, আমরা প্রাসঙ্গিক আইনের অভিব্যক্তিটি দ্বিতীয় বৃত্তে যা অন্তর্ভুক্ত ছিল তার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিলাম এবং যা সবচেয়ে বড় বৃত্তের মধ্যে ছিল তা বাদ দিয়েছিলাম। তবে এই বিবেচনাটি সর্বদা প্রযোজ্য হওয়ার দরকার নেই কারণ জীবনের সমান গতির ছোট স্থানীয় বিশৃঙ্খলা, এক অর্থে "জনশৃঙ্খলা" কে ভিন্ন অর্থে প্রভাবিত করে বলে বলা যেতে পারে, অর্থাৎ, আইন মেনে চলার অবস্থা এবং অন্যের সুরক্ষার অর্থে। আমাদের বিচারে সংবিধানে "জনশৃঙ্খলার স্বার্থে" অভিব্যক্তিটি কেবলমাত্র সেই কাজগুলিকে নিজের মধ্যে নিতে সক্ষম নয় যা রাষ্ট্রের নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে বা বর্ণিত হিসাবে সাধারণের মধ্যে কাজ করে, তবে এমন কিছু কাজ যা জনসাধারণের শান্তি বিঘ্নিত করে বা শান্তি লঙ্ঘন করে। অভিব্যক্তিটিকে সংকীর্ণ অর্থ দেওয়ার প্রয়োজন নেই কারণ, যেমনটি দেখা গেছে, "জনশৃঙ্খলার স্বার্থে" অভিব্যক্তিটি খুব বিস্তৃত।

নির্বাহী বিভাগের বিশুদ্ধ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিচার ছাড়াই ব্যক্তিদের আটক রাখার জন্য বিশেষ আইনের প্রেক্ষাপটে "জনশৃঙ্খলা রক্ষা" সম্পর্কে যা বলা হোক না কেন, অন্য পরিস্থিতিতে তা বলা যাবে না। পূর্ববর্তী মামলায় এই আদালত অর্থটি আইন-শৃঙ্খলার মামলাগুলির সাথে জড়িত নয় এমন গুরুতর পর্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে যা জনসাধারণের শান্তির ব্যাঘাত নয় বরং সাধারণ আদেশের বিষয়।"

১৭) ভারতের সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদের অধীনে কোনও নাগরিকের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে এই পর্যবেক্ষণগুলি প্রসঙ্গের বাইরে ছিঁড়ে ফেলা অত্যন্ত বিপজ্জনক হবে। সেই ক্ষেত্রে 'জনশৃঙ্খলা'-র একটি সংকীর্ণ অর্থ গ্রহণ না করার কারণ ছিল 'স্বার্থে' অভিব্যক্তি যা ১৯ (২) থেকে ১৯ (৪) অনুচ্ছেদের ক্ষেত্রে ঘটে এবং যা কেবল তখনই কাজে চাপ দেওয়া হয় যখন কোনও আইনকে সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘনকারী বলে অসাংবিধানিক বলে বিরোধিতা করা হয়। যখন ব্যক্তিকে প্রতিরোধমূলকভাবে আটক করা হয়, তখন এটি অনুচ্ছেদ ২১ এবং ২২ যা আকৃষ্ট হয় এবং অনুচ্ছেদ ১৯ নয়। আরও, প্রতিরোধমূলক আটক অবশ্যই অনুচ্ছেদ ২২ এবং প্রশ্নযুক্ত সংবিধির সাথে পঠিত অনুচ্ছেদ ২১-এর চারটির মধ্যে পড়তে হবে। অতএব, প্রতিরোধমূলক আটক আইনের প্রেক্ষাপটে 'জনশৃঙ্খলা' শব্দটির একটি উদার অর্থ প্রদান করা উচিত বলে যুক্তি দেওয়া সম্পূর্ণরূপে অনুপযুক্ত এবং ভুল। অন্যদিকে, প্রতিরোধমূলক আটক কেবল জনসাধারণের বিশৃঙ্খলা রোধ করার জন্য একটি প্রয়োজনীয় অশুভ বিষয় বিবেচনা করে, আদালতকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তার সামনে আনা তথ্যগুলি সরাসরি এবং অনিবার্যভাবে সাধারণ জনগণ বা তার কোনও অংশের মধ্যে কোনও ক্ষতি, বিপদ বা উদ্বেগ বা নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতির দিকে পরিচালিত করে।

১৮) এই আদালতের বেশ কয়েকটি রায় আমাদের প্রতিরোধমূলক আটকের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট এবং এই আদালতের ভূমিকা সম্পর্কে মনে করিয়ে দিয়েছে। এইভাবে, ফ্রান্সেস কোরালি মুলিন বনাম ডব্লিউ. সি. খামব্রা (১৯৮০) ২ এস. সি. আর ১০৯৫-তে, এই আদালতের একটি ডিভিশন বেঞ্চ রায় দিয়েছেঃ

"প্রতিরোধমূলক আটকের ক্ষেত্রে আদালতের ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের মনে কোনও সন্দেহ নেইঃ এটি চিরন্তন সতর্কতার একটি হতে হবে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার চেয়ে কোনও স্বাধীনতা বড় নয় এবং এটিকে অক্ষত রাখার চেয়ে বড় কোনও কর্তব্য নেই। আদালতের রিট অবৈধ আটকের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বীমা। সংবিধান ২২ অনুচ্ছেদের বিধানগুলির সাথে সামঞ্জস্যের নির্দেশ দেয় এবং আদালত যথাযথভাবে মেনে চলে। ২২ (৫) অনুচ্ছেদে আটককৃতদের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দেওয়ার অধিকার রয়েছে। এখানে আইন প্রতিবেদনগুলি একটি গল্প বলে এবং একটি পাঠ শেখায়। এটি হ 'ল আটককৃত ব্যক্তির প্রধান শত্রু এবং তার প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার উচ্চ-হস্ততা বা অর্থ-মানসিকতা নয় বরং আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রের নৈমিত্তিক উদাসীনতা, নির্বোধ অসংবেদনশীলতা, রুটিন এবং লাল ফিতার ফিতা।"

একইভাবে, বিজয় নারায়ণ সিং বনাম বিহার রাজ্য (১৯৮৪) ৩ এস. সি. সি ১৪, এই আদালতের একটি ৩-বিচারক বেঞ্চে (যেখানে এ. পি. সেন, বিচারপতি ভিন্নমত পোষণ করেন), বিচারপতি ভেঙ্কটরামাইয়া, সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষে কথা বলে আমাদের মনে করিয়ে দেনঃ

"৩২) এটা সুস্পষ্ট যে প্রতিরোধমূলক আটক আইন একটি কঠোর আইন এবং তাই এর কঠোর ব্যাখ্যা করা উচিত। কোনও ব্যক্তির স্বাধীনতা যাতে বিপন্ন না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা উচিত যদি না তার মামলা প্রাসঙ্গিক আইনের চার কোণের মধ্যে স্পষ্টভাবে পড়ে। প্রতিরোধমূলক আটক আইনটি কেবল কোনও ফৌজদারি মামলায় জড়িত কোনও অভিযুক্তের ডানা কাটার জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়। সাধারণ ফৌজদারি আইনের অধীনে জামিনের আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করা সম্ভব না হলেও, কোনও ব্যক্তিকে আটক রাখার উদ্দেশ্যে এটি করা হয়নি, যদি না উপলব্ধ উপাদানগুলি এমন হয় যা এই ধরনের আটকের অনুমোদনকারী আইনি বিধানের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে। যখন কোনও ব্যক্তিকে একটি উপযুক্ত ফৌজদারি আদালত দ্বারা জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়, তখন ফৌজদারি আদালত কর্তৃক বিচারের জন্য একই অভিযোগের ভিত্তিতে প্রতিরোধমূলক আটকের আদেশের বৈধতা যাচাই করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।"

[জোর দেওয়া হয়েছে]

৭) চিনাপ্পা রেড্ডি, বিচারপতি, একটি সংক্ষিপ্ত একমত রায়ে প্রতিরোধমূলক আটকের সাংবিধানিক মৌলিক বিষয়গুলিও নিম্নরূপ নির্ধারণ করেছেনঃ

"বিহার অপরাধ নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৮১-এর বিধানগুলির ব্যাখ্যার প্রশ্ন এবং ঘটনা থেকে উদ্ভূত ফৌজদারি কার্যধারায় জামিন মঞ্জুরের আদেশের প্রভাবের প্রশ্নের বিষয়ে আমি আমার ভাই বিচারপতি, ভেঙ্কটরামাইয়ার সাথে সম্পূর্ণ একমত। এটি আটকের একটি ভিত্তি গঠন করে। বিচারপতি ভেঙ্কটরামাইয়ার যা বলা হয়েছে তার সাথে কিছু যোগ করা আমার পক্ষে সত্যিই অপ্রয়োজনীয়, কিন্তু আমার ভাই সেন, বিচারপতি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে এবং তার প্রতি শ্রদ্ধার কারণে, আমি কয়েকটি লাইন যুক্ত করার প্রস্তাব করছি। আমার ভাই বিচারপতি সেনের সাথে তাঁর ভিন্নমত প্রকাশ করা বেশ কয়েকটি মতামতের সাথে একমত হতে অক্ষম। বিশেষত, আমি এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত নই যে "যারা জাতীয় নিরাপত্তা বা জনশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য দায়বদ্ধ তাদের অবশ্যই জাতীয় নিরাপত্তা বা জনশৃঙ্খলা বজায় রাখার একমাত্র বিচারক হতে হবে"। এটি একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক প্রস্তাব। আমাদের সংবিধান রাষ্ট্রের কোনও অংশকে এই জাতীয় বিষয়ে একমাত্র সালিসকারী হওয়ার জন্য কার্টে ব্ল্যাঞ্চ দেয় না।

প্রতিরোধমূলক আটককে এতটাই বিশ্বাসঘাতক এবং সভ্য চিন্তাভাবনা ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্য একটি অভিশাপ হিসাবে বিবেচনা করা হয় যে বিনা বিচারে আটক রাখার ক্ষমতার অযৌক্তিক প্রয়োগের বিরুদ্ধে সুরক্ষা সংবিধানেই তৈরি করা হয়েছে এবং মৌলিক অধিকার হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দুটি প্রহরী রয়েছে, উভয় প্রান্তে একটি। আইনসভাকে আইন প্রণয়ন করতে হবে যার মধ্যে ব্যক্তিদের প্রতিরোধমূলকভাবে আটক করা যেতে পারে এবং সংবিধান দ্বারা নির্ধারিত সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে এবং আদালতকে পরীক্ষা করতে হবে, যখন দাবি করা হয়, কোনও অতিরিক্ত আটক করা হয়েছে কিনা, অর্থাৎ সংবিধান এবং আইনসভা দ্বারা নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করা হয়েছে কিনা। প্রতিরোধমূলক আটক বিচারিক তদন্তের বাইরে নয়। যদিও পর্যাপ্ততা বা পর্যাপ্ততা চ্যালেঞ্জের ভিত্তি নাও হতে পারে, প্রাসঙ্গিকতা এবং নৈকট্য অবশ্যই বিরোধিতার ভিত্তি। আদালতের পক্ষে নিজেকে আটককারী কর্তৃপক্ষের পদে রাখা এবং নিজেকে সন্তুষ্ট করা যে পরীক্ষিত তথ্যগুলি অপরাধের পথ প্রকাশ করে। আমি আমার ভাই বিচারপতি সেনের সাথে একমত, যখন তিনি বলেন, "এই আদালতের সর্বদাই এই দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যে, বিচার ছাড়াই ব্যক্তিদের যত কম সময়ই হোক না কেন, আটক রাখা আমাদের সরকারের মৌলিক ধারণার সাথে সম্পূর্ণ অসঙ্গতিপূর্ণ এবং সমাজবিরোধী কার্যকলাপের ফলে সম্প্রদায়ের উপর যে মন্দ প্রভাব পড়ে তা আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি ছাড়া নাগরিকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার জন্য পর্যাপ্ত কারণ হতে পারে না।"

১৯) ভারতের ইউনিয়ন বনাম য়ুমনাম আনন্দ (২০০৭) ১০ এসসিসি ১৯০, মামলায় এই আদালত নিম্নরূপ কিছু নীতির পুনরাবৃত্তি করেছেঃ

"৮) প্রতিরোধমূলক আটকের ক্ষেত্রে কোনও অপরাধ প্রমাণিত হয় না, কোনও অভিযোগ প্রণয়ন করা হয় না এবং এই ধরনের আটকের যৌক্তিকতা সন্দেহ বা যুক্তিসঙ্গত হয় না এবং এমন কোনও ফৌজদারি দোষী সাব্যস্ত হয় না যা কেবল আইনি প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত করা যেতে পারে। প্রতিরোধমূলক ন্যায়বিচারের জন্য অভিযুক্ত আপত্তিকর কার্যকলাপ রোধ করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। (দেখুন আর বনাম হ্যালিডে [১৯১৭ এসি ২৬০: (১৯১৬-১৭) এএলএল ইআর আরইপি এক্সট্যান্ট ১২৮৪:৮৬ এলজে কেবি ১১৬:১১৬ এলটি ৪১৭ (এইচএল) এবং কুবিক দারুস বনাম ভারতের ইউনিয়ন [(১৯৯০) ১ এসসিসি ৫৬৮:১৯৯০ এসসিসি (সিআরআই) ২২৭: এআইআর ১৯৯০ এসসি ৬০৫]) কিন্তু একই সময়ে, একজন ব্যক্তির সবচেয়ে বড় মানব স্বাধীনতা অর্থাৎ, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করা হয়, এবং তাই, প্রতিরোধমূলক আটকের আইনগুলি কঠোরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়, এবং পদ্ধতিগত সুরক্ষার সাথে একটি সূক্ষ্ম সম্মতি, প্রযুক্তিগত যাই হোক না কেন, বাধ্যতামূলক।

সমাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আদিম প্রয়োজনের বাধ্যবাধকতা, যা ছাড়া ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার সহ সকল অধিকার উপভোগের সমস্ত অর্থ হারিয়ে যেত, তা হল প্রতিরোধমূলক আটক আইনের প্রকৃত ন্যায্যতা। এই এখতিয়ারকে "সন্দেহের এখতিয়ার" হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং একটি গণতান্ত্রিক সমাজ ও সামাজিক শৃঙ্খলার স্বাধীনতার মূল্যবোধ সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতাগুলি কখনও কখনও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হ্রাস করার যোগ্য। (দেখুন আইয়া বনাম ইউ পি রাজ্য [(১৯৮৯) ১ এসসিসি ৩৭৪:১৯৮৯ এসসিসি (সিআরআই) ১৫৩: এআইআর ১৯৮৯ এসসি ৩৬৪]) লিখিত আইনকে নিষ্ঠার সাথে মেনে চলার মাধ্যমে আমাদের দেশকে হারানো, থমাস জেফারসন বলেছিলেন, আইন হারানো হবে, অযৌক্তিকভাবেশেষটিকে উৎসর্গ করা। কোনও আইন নিজেই শেষ নয় এবং রাষ্ট্রের সুরক্ষা এবং জাতীয় অর্থনৈতিক শৃঙ্খলার কারণে স্বাধীনতা হ্রাস করা একটি প্রয়োজনীয় মন্দ হিসাবে কঠোর সাংবিধানিক বিধিনিষেধের অধীনে পরিচালিত হতে হবে। রাষ্ট্রের কোনও সংস্থাকে এই ধরনের বিষয়ে একমাত্র মধ্যস্থতাকারী হওয়ার কোনও স্বাধীনতা দেওয়া হয় না।”

২০) রেখা বনাম তামিলনাড়ু রাজ্য, (২০১১) ৫ এস. সি. সি ২৪৪-এ, এই আদালতের একটি ৩-বিচারক বেঞ্চ ২১ এবং ২২ অনুচ্ছেদের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়ার কথা নিম্নরূপ বলেছিলঃ

"১৩) আমাদের মতে, ভারতীয় সংবিধানের ২২ (৩) (খ) অনুচ্ছেদ যা প্রতিরোধমূলক আটকের অনুমতি দেয় তা সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদের একটি ব্যতিক্রম মাত্র। একটি ব্যতিক্রম একটি ব্যতিক্রম, এবং সাধারণভাবে মূল নিয়মের পূর্ণ শক্তিকে বাতিল করতে পারে না, যা সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদে স্বাধীনতার অধিকার। মৌলিক অধিকারগুলি 'জনগণের নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য, এবং কোনও আইনজীবীর সাহায্য ছাড়াই এবং বিচার ছাড়াই তাদের দীর্ঘ সময়ের জন্য কারাগারে রাখার জন্য নয়। যেমন আর. বনাম স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব, এক্স পি স্ট্যাফোর্ড [(১৯৯৮) ১ ডাব্লুএলআর ৫০৩ (সিএ)]: (ডাব্লুএলআর পি. ৫১৮ এফজি)- পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

বিচার ছাড়াই নির্বাহী বিবেচনার প্রয়োগের মাধ্যমে কারাদন্ড কার্যকর করা আইনের শাসনের সাধারণ ধারণার সাথে অস্বস্তিকরভাবে জড়িত।

অতএব, অনুচ্ছেদ ২২-কে বিচ্ছিন্নভাবে পড়া যায় না, তবে অনুচ্ছেদ ২১-এর ব্যতিক্রম হিসাবে অবশ্যই পড়া উচিত। একটি ব্যতিক্রম কেবল বিরল এবং ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে এবং এটি মূল নিয়মকে অগ্রাহ্য করতে পারে না।

১৪) অনুচ্ছেদ ২১ হল ভারতের সংবিধান দ্বারা নিশ্চিত মৌলিক অধিকারগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। নাগরিকের স্বাধীনতা আমাদের পূর্বপুরুষদের দীর্ঘ, ঐতিহাসিক এবং কঠোর সংগ্রামের পর অর্জিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধিকার।

আমাদের প্রতিষ্ঠাতা পিতারা এর মূল্য উপলব্ধি করেছিলেন কারণ তাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় আমাদের দেশবাসীর নাগরিক স্বাধীনতাকে বিদেশীদের দ্বারা পদদলিত হতে দেখেছিলেন এবং সেই কারণেই তাঁরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে, ভারতের জনগণের মৌলিক অধিকার হিসাবে জীবনের অধিকারের পাশাপাশি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকারকে সর্বোচ্চ স্তরে স্থাপন করা হবে।

XXX XXX

১৭) সংবিধানের ২২ (১) অনুচ্ছেদে আটক ব্যক্তির তার পছন্দের আইনজীবীর সাথে পরামর্শ করা এবং তার পক্ষ সমর্থন করা একটি মৌলিক অধিকার। কিন্তু ২২ (৩) অনুচ্ছেদে বিশেষভাবে প্রতিরোধমূলক আটকের ক্ষেত্রে ২২ অনুচ্ছেদের (১) ধারার প্রয়োগযোগ্যতা বাদ দেওয়া হয়েছে। অতএব, আমাদের অবশ্যই প্রতিরোধমূলক আটকের ক্ষমতাকে খুব সংকীর্ণ সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে, অন্যথায় আমাদের প্রতিষ্ঠাতা পিতারা, যারা স্বাধীনতা সংগ্রামীও ছিলেন, দীর্ঘ, কঠিন এবং ঐতিহাসিক সংগ্রামের পরে স্বাধীনতার যে মহান অধিকার অর্জন করেছিলেন, তা নিরর্থক হয়ে উঠবে।

এই আদালত প্রতিরোধমূলক আটক আইনের ধারণাগত প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, যেমন:

"২৯) প্রতিরোধমূলক আটক স্বভাবতই গণতান্ত্রিক ধারণার বিরোধী এবং আইনের শাসনের জন্য অভিশাপ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইংল্যান্ডে (যুদ্ধের সময় ব্যতীত) এ জাতীয় কোনও আইন বিদ্যমান নেই। যেহেতু, ভারতের সংবিধানের ২২ (৩) (খ) অনুচ্ছেদে প্রতিরোধমূলক আটকের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তাই আমরা এটিকে অবৈধ বলে ধরে রাখতে পারি না, তবে আমাদের অবশ্যই প্রতিরোধমূলক আটকের ক্ষমতাকে খুব সংকীর্ণ সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে, অন্যথায় আমরা ভারতের সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত স্বাধীনতার মহান অধিকারকে কেড়ে নেব যা দীর্ঘ, কঠিন এবং ঐতিহাসিক সংগ্রামের পরে জিতেছিল। সুতরাং, এটি অনুসরণ করে যে যদি দেশের সাধারণ আইন (দণ্ডবিধি এবং অন্যান্য দণ্ডবিধি) কোনও পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারে, তাহলে প্রতিরোধমূলক আটক আইনের আশ্রয় নেওয়া অবৈধ হবে।

৩০) যখনই কোনও প্রতিরোধমূলক আটক আইনের অধীনে কোনও আদেশকে বিরোধিতা করা হয়, তখন আদালতকে অবশ্যই তার বৈধতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসা করতে হবেঃ দেশের সাধারণ আইন কি পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য যথেষ্ট ছিল? উত্তরটি যদি ইতিবাচক হয়, তবে আটকের আদেশটি অবৈধ হবে। বর্তমান ক্ষেত্রে, আটককারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তাদের লেবেল পরিবর্তন করার পরে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ বিক্রি করা। নিশ্চিতভাবেই দণ্ডবিধি এবং ওষুধ ও প্রসাধনী আইনের প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় যথেষ্ট ছিল।

অতএব, আমাদের মতে, এই কারণেও একটি প্রশ্নের আটকাদেশ অবৈধ ছিল।"

[জোর দেওয়া হয়েছে]

একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদে, এই আদালত তখন হরধন সাহা বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য (১৯৭৫) ৩ এস. সি. সি ১৯৮ মামলায় সংবিধান বেঞ্চের কিছু সাধারণ পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপঃ

"৩৩) হরধন সাহা (১৯৭৫) (৩ এস. সি. সি ১৯৮:১৯৭৪ এস. সি. সি (সি. আর. আই) ৮১৬) মামলায় সংবিধান বেঞ্চের সিদ্ধান্তে কোনও সন্দেহ নেই যে কোনও ব্যক্তি ফৌজদারি অপরাধের জন্য ফৌজদারি আদালতে বিচারের জন্য দায়বদ্ধ হলেও, বা প্রকৃতপক্ষে এইভাবে বিচার করা হলেও, এটি কর্তৃপক্ষকে প্রতিরোধমূলক আটক আইনের অধীনে আটকের আদেশ পাস করতে বাধা দেয় না। এই পর্যবেক্ষণটি সঠিকভাবে বোঝার জন্য, অবশ্যই সংবিধানের ২১ এবং ২২ অনুচ্ছেদের সাংবিধানিক পরিকল্পনার পটভূমিতে ব্যাখ্যা করা উচিত (যা আমরা ইতিমধ্যে ব্যাখ্যা করেছি)। অনুচ্ছেদ ২২ (৩) (বি) কেবল অনুচ্ছেদ ২-এর ব্যতিক্রম এবং এটি নিজেই একটি মৌলিক অধিকার নয়। ২১ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, যা আমাদের সংবিধানের মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত পুরো অধ্যায়ের কেন্দ্রবিন্দু। স্বাধীনতার অধিকারের অর্থ হল, একজন ব্যক্তিকে কারাগারে পাঠানোর আগে তাকে তার আইনজীবীর মাধ্যমে তার প্রতিরক্ষা পেশ করার সুযোগ দিয়ে অবশ্যই একটি বিচার অনুষ্ঠিত করতে হবে। এর অর্থ হল, যদি কোনও ব্যক্তির ফৌজদারি অপরাধের জন্য বিচার করা হয়, বা প্রকৃতপক্ষে তার বিচার করা হয়, তবে সাধারণ ফৌজদারি আইন (দণ্ডবিধি বা অন্যান্য দণ্ডবিধি) পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে না, তাহলে, এবং শুধুমাত্র তখনই, প্রতিরোধমূলক আটক আইনের আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে।

৩৪) অতএব, হারাধন সাহা মামলায় এস. সি. সি অনুচ্ছেদ ৩৪-এ [(১৯৭৫) ৩ এস. সি. সি ১৯৮:১৯৭৪ এস. সি. সি (সি. আর. আই) ৮১৬] এই পর্যবেক্ষণকে একটি অযোগ্য বিবৃতি হিসেবে বিবেচনা করা যায় না যে, প্রতিটি ক্ষেত্রে যেখানে একজন ব্যক্তির বিচারের যোগ্য, অথবা প্রকৃতপক্ষে বিচারের সম্মুখীন হচ্ছে, একটি ফৌজদারি আদালতে একটি অপরাধের জন্য, একটি প্রতিরোধমূলক আটক আইনের অধীনেও আটকের আদেশ জারি করা যেতে পারে।

৩৫) এটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে প্রতিরোধমূলক আটকের ক্ষেত্রে কোনও অপরাধ প্রমাণিত হয় না এবং এই ধরনের আটকের যৌক্তিকতা সন্দেহ বা যুক্তিসঙ্গত সম্ভাবনা, এবং এমন কোনও দোষী সাব্যস্ত হয় না যা কেবল আইনি প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত করা যায়। প্রতিরোধমূলক আটককে প্রায়শই "সন্দেহের এখতিয়ার" হিসাবে বর্ণনা করা হয় (মহারাষ্ট্র রাজ্য বনাম ভাউরাও পঞ্জাবরাও গাওয়ান্দে [(২০০৮) ৩ এসসিসি ৬১৩: (২০০৮) ২ এসসিসি (সিআরআই) ১২৮], এসসিসি অনুচ্ছেদ ৬৩)।

আটককারী কর্তৃপক্ষ ব্যক্তিগত সন্তুষ্টির ভিত্তিতে আটকের আদেশ জারি করে। যেহেতু অনুচ্ছেদ ২২-এর ধারা (৩) বিশেষভাবে প্রকরণ (১) এবং (২)-এর প্রয়োগযোগ্যতা বাদ দেয়, তাই আটক ব্যক্তির কোনও আইনজীবী বা গ্রেপ্তারের ২৪ ঘন্টার মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির হওয়ার অধিকার নেই। এই সম্ভাব্য বিপজ্জনক ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করতে প্রতিরোধমূলক আটকের আইনটিকে কঠোরভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে এবং পদ্ধতিগত সুরক্ষার সাথে নিখুঁতভাবে মেনে চলতে হবে, তা প্রযুক্তিগত যাই হোক না কেন, আমাদের মতে, বাধ্যতামূলক এবং গুরুত্বপূর্ণ।

৩৬) এটি স্থির করা হয়েছে যে স্বাধীনতার ইতিহাস পদ্ধতিগত সুরক্ষার ইতিহাস। (দেখুন কমলেশকুমার ঈশ্বরদাস প্যাটেল বনাম ভারতের ইউনিয়ন ((১৯৯৫) ৪ এস. সি. সি. ৫১:১৯৯৫ এস. সি. সি. (সি. আর. আই) ৬৪৩ অনুচ্ছেদ ৪৯)। এই পদ্ধতিগত সুরক্ষাগুলি আদালত দ্বারা উদ্যোগের সাথে পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োগ করা প্রয়োজন এবং আটককৃতদের কথিত ক্রিয়াকলাপের প্রকৃতির ভিত্তিতে তাদের কঠোরতা হ্রাস করার অনুমতি দেওয়া যাবে না। যেমন রত্তন সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য [(১৯৮১) ৪ এস. সি. সি. ৪৮১:১৯৮১ এস. সি. সি. (সি. আর. আই) ৮৫৩]: (এস. সি. সি. পি. ৪৮৩, অনুচ্ছেদ ৪)-এ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

"৪) হতে পারে আটককৃত ব্যক্তি একজন চোরাচালানকারী যার গোত্র (এবং তাদের সংখ্যা বৃদ্ধির হার!) কোনও সহানুভূতির যোগ্য নয় কারণ তাদের কার্যকলাপ ভারতীয় অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিয়েছে। কিন্তু প্রতিরোধমূলক আটকের আইন তাদের অধীনে আটক ব্যক্তিদের জন্য সামান্য কিছু সুরক্ষা প্রদান করে, এবং যদি আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতার কোনও অর্থ থাকে, তাহলে অন্তত সেই সুরক্ষাগুলি আটককৃতদের জন্য অস্বীকার করা অপরিহার্য নয়।"

XXX XXX XXX

৩৯) ২১ অনুচ্ছেদের অধীনে সুরক্ষিত ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এতটাই পবিত্র এবং সাংবিধানিক মূল্যবোধের মাত্রায় এত বেশি যে আটককারী কর্তৃপক্ষের বাধ্যবাধকতা হল এটি দেখানো যে অভিযুক্ত আটক আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতির সাথে সূক্ষ্মভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। টমাস পেলহ্যাম ডেল ((১৮৮১) ৬ কিউবিডি ৩৭৬ (সিএ)) (কিউবিডি পৃ. ৪৬১) মামলায় নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে বিচার বিভাগীয় সতর্কতার যে কঠোরতা এবং উদ্বেগ প্রয়োজন তা যথাযথভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

তারপর আসে হেবিয়াস কর্পাস নিয়ে প্রশ্ন। এটি একটি সাধারণ নিয়ম, যা সর্বদা ইংল্যান্ডের আদালতগুলি দ্বারা কার্যকর করা হয়েছে, যে কোনও ব্যক্তি যদি অন্যের কারাবাস সংগ্রহ করে তবে তাকে অবশ্যই পদক্ষেপের মাধ্যমে তা করার যত্ন নিতে হবে, যার সবগুলিই সম্পূর্ণ নিয়মিত, এবং

যে তিনি যদি প্রক্রিয়াটির প্রতিটি পদক্ষেপ চরম নিয়মিততার সাথে অনুসরণ করতে ব্যর্থ হন তবে আদালত কারাবাস চালিয়ে যেতে দেবে না।

[জোর দেওয়া হয়েছে]

২১) তেলেঙ্গানা রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী শ্রী রঞ্জিত কুমার, সুব্রামানিয়ান বনাম তামিলনাড়ু রাজ্য (২০১২) ৪ এস. সি. সি ৬৯৯-এর উপর দৃঢ়ভাবে নির্ভর করেছিলেন এবং বিশেষত ১৪ ও ১৫ অনুচ্ছেদের উপর যা নিম্নরূপ ছিলঃ

"১৪) এটি সুনির্দিষ্ট যে আদালত আটককারী কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রাপ্ত বিষয়গত সন্তুষ্টিতে ব্যতিক্রমী এবং অত্যন্ত সীমিত ভিত্তি ব্যতীত হস্তক্ষেপ করে না। আদালত আটককারী কর্তৃপক্ষের মতামতের পরিবর্তে তার নিজস্ব মতামত প্রতিস্থাপন করতে পারে না যখন আটকের কারণগুলি সুনির্দিষ্ট, প্রাসঙ্গিক, নিকটবর্তী এবং প্রাসঙ্গিক হয়, যে পর্যাপ্ত ভিত্তি আদালতের পক্ষে নয়, বরং ব্যক্তিগত সন্তুষ্টি গঠনের জন্য আটককারী কর্তৃপক্ষের পক্ষে যে কোনও ব্যক্তিকে জনশৃঙ্খলার পক্ষে বিদ্বেষমূলক কোনও উপায়ে কাজ করা থেকে বিরত রাখার লক্ষ্যে আটক করা প্রয়োজন এবং এই ধরনের সন্তুষ্টি বিষয়গত এবং উদ্দেশ্যমূলক নয়। প্রতিরোধমূলক আটক আইনের উদ্দেশ্য শাস্তিমূলক নয়, কেবল প্রতিরোধমূলক এবং আরও যে কোনও ব্যক্তিকে আটক করার ক্ষেত্রে নির্বাহীর পদক্ষেপ কেবল সতর্কতামূলক, সাধারণত, বিষয়টি অবশ্যই নির্বাহী কর্তৃপক্ষের বিবেচনার উপর ছেড়ে দিতে হবে। একটি সম্পূর্ণ 'পদ্ধতিতে আচরণের উদ্দেশ্যমূলক নিয়ম নির্ধারণ করা বাস্তবসম্মত নয়। অতএব, আটককারী কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টি তার বিবেচনার অনুশীলনে নির্দিষ্ট অক্ষাংশের সাথে প্রাথমিক গুরুত্বের বলে মনে করা হয়।

১৫) আটক ব্যক্তির পক্ষ থেকে পরবর্তী যুক্তি, "আইন-শৃঙ্খলা" এবং "জনশৃঙ্খলা"-র মধ্যে পার্থক্য রয়েছে এই আবেদনের উপর আটকাদেশের আদেশকে জোর দেওয়াও টেকসই হতে পারে না কারণ এই আদালত একাধিক সিদ্ধান্তে স্বীকৃতি দিয়েছে যে জনশৃঙ্খলা হল সমগ্র দেশকে বা এমনকি একটি নির্দিষ্ট এলাকাকে নিয়ে যাওয়া সম্প্রদায়ের জীবনের সমান গতি। [দৃষ্টান্ত, পুষ্পদেবী এম. জটিয়া বনাম এম. এল. ওয়াধওয়ান (১৯৮৭) ৩ এস. সি. সি. ৩৬৭:১৯৮৭ এস. সি. সি. (সি. আর. আই) ৫২৬, এস. সি. সি. অনুচ্ছেদ ১১ ও ১৪; রাম মনোহর লোহিয়া বনাম বিহার রাজ্য [এ. আই. আর ১৯৬৬ এস. সি. ৭৪০:১৯৬৬ সি. আর. আই. ৬০৮: (১৯৬৬) ১ এস. সি. আর. ৭০৯]; ভারতের ইউনিয়ন বনাম অরবিন্দ শেরগিল ((২০০০) ৭ এস. সি. সি. ৬০১:২০০০ এস. সি. সি. (সি. আর. আই) ১৪২২], এস. সি. সি. অনুচ্ছেদ ৪ ও ৬; সুনীল ফুলচাঁদ শাহ বনাম ভারতের ইউনিয়ন [(২০০০) ৩ এস. সি. সি. ৪০৯:২০০০ এস. সি. সি. (সি. আর. আই) ৬৫৯],

এস. সি. সি. অনুচ্ছেদ ২৮ (সাংবিধানিক বেঞ্চ); পুলিশ কমিশনার বনাম সি অনিতা ((২০০৪) ৭ এস. সি. সি. ৪৬৭:২০০৪ এস. সি. সি.(সিআরআই) ১৯৪৪], এস. সি. সি. অনুচ্ছেদ ৫,৭ ও ৩]"

১৪ এবং ১৫ অনুচ্ছেদে এই আদালত যে বিবৃতি দিয়েছে তা বর্তমান মামলার তথ্য থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল যা এর ১৬ এবং ১৭ অনুচ্ছেদে প্রতিফলিত হয়েছে যা নিম্নরূপঃ

"১৬) আমরা ইতিমধ্যে ১৮-৭-২০১১ তারিখের স্থল মামলার প্রসঙ্গে আটককারী কর্তৃপক্ষের আলোচনা, বিশ্লেষণ এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি বের করে নিয়েছি। এটা স্পষ্ট যে আটককৃত ব্যক্তি, "আরুভাল" হাতে সজ্জিত, তার সহযোগীদের সাথে, "কাত্তা" হাতে সজ্জিত, অভিযোগকারীর জায়গায় এসেছিল। আটককৃত ব্যক্তি অভিযোগকারীকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে এবং তাকে হত্যার হুমকি দেয়। তার সহযোগীরাও তাকে হুমকি দেয়। আটককৃত ব্যক্তি অভিযোগকারীকে কেবল "অরুভাল"-এর মতো অস্ত্র দিয়ে হুমকি দেয়নি, বরং দোকানে উপলব্ধ সম্পত্তিরও ক্ষতি করেছে। অভিযোগকারী যখন আটককৃত ব্যক্তি এবং তার সহযোগীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে, তখন আটককৃত ব্যক্তি তার মুখে চড় মারে। অভিযোগকারী যখন উদ্ধারের জন্য সতর্ক সংকেত দেন, তখন আশেপাশের সাধারণ মানুষ আসার সাথে সাথে আটককৃত এবং তার সহযোগীরা তাদেরও হত্যা করার হুমকি দেয়।

১৭) আটকের ভিত্তিতে এটিও দেখা যায় যে আটককৃত ব্যক্তি এবং তার সহযোগীদের অস্ত্র দেখিয়ে হুমকির কারণে, আশেপাশের দোকানদাররা ভয়ে তাদের দোকান বন্ধ করে দেয় এবং অটোচালকরা তাদের স্ট্যান্ড থেকে অটো নিয়ে চলে যায়।আটককারী কর্তৃপক্ষের মতে, উপরের দৃশ্যটি জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল। এই পরিস্থিতিতে, আটককৃত এবং তার সহযোগীদের দ্বারা সৃষ্ট পরিস্থিতিকে কেবল আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা বলা যাবে না বরং এটি জনশৃঙ্খলার সমস্যা বলে বিবেচিত হবে, যা আটককারী কর্তৃপক্ষের দ্বারা মূল্যায়ন করা হয়েছে, যাদের জনস্বার্থ রক্ষা এবং সুরক্ষা করার কথা। তদনুসারে, আমরা আপিলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবীর উত্থাপিত যুক্তি প্রত্যাখ্যান করি। "

এটি স্পষ্টতই এমন একটি মামলা ছিল যেখানে 'জনশৃঙ্খলা' সরাসরি প্রভাবিত হয়েছিল এবং এমন কোনও মামলা নয় যেখানে কেবল 'আইন-শৃঙ্খলা' প্রভাবিত হয়েছিল এবং এইভাবে তথ্যের ভিত্তিতে বর্তমান মামলা থেকে আলাদা করা যায়।

২২) ইউমান ওঙ্গবি লেম্বি লেইমা বনাম মণিপুর রাজ্য (২০১২) ২এসসিসি ১৭৬ মামলায়, এই আদালত বিশেষভাবে বলেছিল যে যখন একটি প্রতিরোধমূলক আটক আদেশ খারাপ হবে, কারণ একটি নির্দিষ্ট মামলার ক্ষেত্রে সাধারণ আইনের আশ্রয় নেওয়া যথেষ্ট হবে, বিশেষ করে জামিন মঞ্জুর হওয়ার পরে।

[আর. এফ. নরিম্যান, বিচারপতি]

এই আদালত রায় দিয়েছেঃ

"২৩) সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির পক্ষ থেকে করা জমা দেওয়া বিষয়গুলি যত্ন সহকারে বিবেচনা করার পরে, আমরা মনে করি যে সংবিধানের ২২ (২) অনুচ্ছেদের বিধান লঙ্ঘন করে কোনও ব্যক্তিকে আটক করার ((এর এসআইসি-এর অনুশীলন)) অসাধারণ ক্ষমতা প্রয়োগের তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে ওয়ারেন্ট দেওয়া হয়নি, যেখানে আটকের কারণগুলি আটককারী কর্তৃপক্ষের সামনে থাকা কোনও উপাদান প্রকাশ করে না, এই সত্যটি ব্যতীত যে আটকের আদেশকে সমর্থন করার জন্য যে মামলাগুলির ক্ষেত্রে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তার সাথে সম্পর্কিত জামিনে মুক্তি পাওয়ার সমস্ত সম্ভাবনা ছিল।

২৪) সংবিধানের ২১ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যেঃ

"২১) জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সুরক্ষা-আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি ব্যতীত কোনও ব্যক্তিকে তার জীবন বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা হবে না।

তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, যদিও ক্ষমতাটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে, যদি না সেগুলি ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতিতে আহ্বান ও প্রয়োগ করা হয়, তবে আটককারী কর্তৃপক্ষের এই ধরনের পদক্ষেপ বজায় রাখা যায় না, যেহেতু এই ধরনের আটক আদেশ সংবিধানের ২১ এবং ২২ (২) অনুচ্ছেদের বিধানগুলির ব্যতিক্রম।

২৫) যখন আদালত আপিলকারীর স্বামীকে যে মামলাগুলির ক্ষেত্রে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল সেগুলির ক্ষেত্রে জামিনে মুক্তি দেওয়া উপযুক্ত বলে মনে করেছিল, তখন কেবল এই আশঙ্কা যে তাকে আটকের ভিত্তিতে জামিনে মুক্তি দেওয়া হতে পারে, তা ন্যায়সঙ্গত নয়।

XXX XXX XXX

২৭) এই আদালত অনুরূপ প্রকৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন পর্যবেক্ষণ করেছে, কোনও ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংবিধানের তৃতীয় অংশে প্রদত্ত সবচেয়ে মূল্যবান এবং মূল্যবান অধিকার। রাষ্ট্রকে ফৌজদারি আইনের অধীনে এবং প্রতিরোধমূলক আটক আইনের অধীনেও এই অধিকারগুলিকে দমন করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, জি, যা তাই যথাযথ সতর্কতার সাথে প্রয়োগ করা প্রয়োজন এবং সেইসাথে এই জাতীয় কাজগুলি কোনওভাবেই রাষ্ট্র ও তার নাগরিকদের স্বার্থ ও সুরক্ষার পক্ষে ক্ষতিকারক কিনা, বা জনসাধারণের আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করতে চায় কিনা, এই জাতীয় আদেশ জারি করার নিশ্চয়তা দেয়।

দণ্ডবিধির অধীনে অপরাধের একটি পৃথক ঘটনা, যতই জঘন্য হোক না কেন, প্রতিরোধমূলক আটকের আদেশ জারির জন্য মামলা গঠনের জন্য যথেষ্ট নয়।"

এই রায়টি মুঙ্গালা যাদম্মা বনাম এপি রাজ্য (২০১২) ২ এসসিসি ৩৮৬ মামলায় অনুসরণ করা হয়েছিল, নিম্নরূপ:

"৭) সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির পক্ষ থেকে জমা দেওয়া বিষয়গুলি বিবেচনা করার পরে, আমরা এই সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের পক্ষ থেকে জমা দেওয়া বিষয়গুলি গ্রহণ করতে অক্ষম যে রেখা ((২০১১) ৫ এসসিসি ২৪৪: (২০১১) ২ এসসিসি (সিআরআই) ৫৯৬] মামলার সিদ্ধান্ত আমাদের দৃষ্টিতে, এই মামলার তথ্যগুলিও স্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করে। আপিলকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা অপরাধগুলি এমন প্রকৃতির যা দেশের সাধারণ আইনের অধীনে মোকাবিলা করা যেতে পারে। প্রতিরোধমূলক আটকের বিধানগুলির আশ্রয় নেওয়া সংবিধানের ১৯ ও ২১ অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত সাংবিধানিক নিশ্চয়তার পরিপন্থী এবং আটককারী কর্তৃপক্ষকে এই ধরনের বিধানগুলি আহ্বান করার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি তৈরি করতে হবে।

৮) প্রকৃতপক্ষে, সম্প্রতি, ইউমান ওঙ্গবি লেম্বি লেইমা বনাম মণিপুর রাজ্য [(২০১২) ২ এস. সি. সি ১৭৬] মামলায় আমাদের একই বিষয়টি বিবেচনা করার সুযোগ হয়েছিল এবং তিন বিচারপতির বেঞ্চ বলেছিল যে কোনও ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংবিধানের তৃতীয় অংশে প্রদত্ত সবচেয়ে মূল্যবান এবং মূল্যবান অধিকার। রাষ্ট্রকে ফৌজদারি আইনের অধীনে এবং প্রতিরোধমূলক আটক আইনের অধীনেও এই অধিকারগুলি দমন করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যা তাই যথাযথ সতর্কতার সাথে প্রয়োগ করা প্রয়োজন এবং সেইসাথে এই জাতীয় কাজগুলি কোনওভাবেই রাষ্ট্র ও তার নাগরিকদের স্বার্থ ও সুরক্ষার পক্ষে ক্ষতিকারক কিনা, বা জনসাধারণের আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করার চেষ্টা করে কিনা, এই জাতীয় আদেশ জারি করার নিশ্চয়তা দেয়।

৯) কোনও সন্দেহ নেই যে, আপিলকারী যে অপরাধগুলি করেছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে সেগুলি অন্ধ্রপ্রদেশ নিষিদ্ধকরণ আইনের অধীনে শাস্তি পাওয়ার মতো, তবে আমাদের দৃষ্টিতে উক্ত আইনের অধীনে তা করতে হবে এবং প্রতিরোধমূলক আটক আইনের আশ্রয় নেওয়ার নিশ্চয়তা দেওয়া হবে না। প্রতিরোধমূলক আটকের মধ্যে কোনও ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট ধরনের অপরাধ করা থেকে বিরত রাখার জন্য বিনা বিচারে আটক রাখা জড়িত। কিন্তু এই ধরনের আটককে সাধারণ আইনের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না এবং আটককৃত ব্যক্তি কর্তৃক সংঘটিত অপরাধের তদন্তের স্বাভাবিক কাজ থেকে তদন্তকারী কর্তৃপক্ষকে অব্যাহতি দেওয়া যাবে না।

বাঁকা স্নেহা শীলা বনাম বনাম তেলেঙ্গানা রাজ্য এবং অন্যান্যরা ১০০৫

[আর. এফ. নরিম্যান, বিচারপতি]

সর্বোপরি, 'বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রতিরোধমূলক আটক কেবল এক বছরের জন্য হয় এবং কোনও ব্যক্তিকে বিচার ছাড়াই চিরস্থায়ী হেফাজতে রাখার জন্য একটি উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করা যায় না। তদনুসারে, রেখা [(২০১১) ৫ এসসিসি ২৪৪: (২০১১) ২ এসসিসি (সিআরআই) ৫৯৬] মামলায় তিন বিচারকের বেঞ্চের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে, আমরা আপিলের অনুমতি দিই এবং হাইকোর্টের ২০-৭-২০১১ তারিখের আদেশটি বাতিল করে দিই [হাইকোর্ট মুনাগালা যাদম্মা বনাম স্টেট অফ এপি, ডব্লিউপি (সিআরআই) নং ১৩৩১৩ অফ ২০১১, আদেশ তারিখ ২০-৭-২০১১ (এপি) অনুসারে একই মামলা খারিজ করে দিয়েছে] এবং কালেক্টর এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, রাঙ্গা জেলা, রেড্ডি দ্বারা জারি করা ১৫-২-২০১১ তারিখের আটক আদেশটিও বাতিল করে দেয়।

২৩) শ্রী গৌরব আগরওয়াল এবং শ্রী রঞ্জিত কুমার যথাক্রমে সমা অরুণা বনাম তেলেঙ্গানা রাজ্য (২০১৮) ১২ এস. সি. সি ১৫০ এবং কালেক্টর ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বনাম সাঙ্গালা কোন্ডাম্মা (২০০৫) ৩ এস. সি. সি ৬৬৬ মামলায় এই আদালতের রায়গুলি উদ্ধৃত করেছেন। যেহেতু আমরা আবেদনকারীর দ্বারা উত্থাপিত অন্যান্য ভিত্তিতে যাই না, তাই এই রায়গুলিতে বর্ণিত আইন নিয়ে আলোচনা করা অপ্রয়োজনীয়।

২৪) এই মামলার তথ্যের উপর, যেমনটি আমাদের দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে, এটি স্পষ্ট যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে, আইন-শৃঙ্খলা লঙ্ঘনের সম্ভাব্য আশঙ্কা তৈরি করা যেতে পারে যদি এটি ধরা পড়ে যে বন্দী, যদি মুক্তি পায়, তবে নির্বোধ ব্যক্তিদের প্রতারণা করা অব্যাহত রাখবে। জামিনের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করার এবং/অথবা জামিন বাতিল করার জন্য এটি একটি ভালো ভিত্তি হতে পারে, তবে এটি অবশ্যই প্রতিরোধমূলক আটক আইনের অধীনে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য একটি স্প্রিংবোর্ড প্রদান করতে পারে না। অতএব, আমরা এই ভিত্তিতে আটকের আদেশ বাতিল করি। ফলস্বরূপ, আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীর দ্বারা যুক্তি দেওয়া অন্য কোনও ভিত্তিতে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। বিতর্কিত রায়টি বাতিল করে দেওয়া হয় এবং আটককৃতব্যক্তিকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়। তদনুসারে, আপিল অনুমোদিত।

নিধি জৈন আপিল অনুমোদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যভারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাসায় বোঝার জন্য এবং তা অন্যকোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না । সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে , রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামানিক হবে এবং কার্যকারী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে ।

Arfa Banerjee